CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 May, 2024 ■ আগরতলা ১৭ মে ২০২৪ ইং ■ ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সুপ্রিম কোর্ট রাশ টানল ইডির ক্ষমতায়

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি. স.) ।। লোকসভা ভোটপর্বের মাঝেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি 'এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট' (ইডি)-র ক্ষমতায় রাশ টানল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, বিশেষ আদালতে বিচারাধীন 'বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন' (পিএমএলএ) মামলার ১৯ নম্বর ধারায় (অর্থ নয়ছয়) অভিযুক্তকে ইডি গ্রেফতার করতে পারবে না। ইডি যদি তেমন কোনও অভিযুক্তকে হেফাজতে রাখতে চায়, তা হলে সংশ্লিষ্ট বিশেষ আদালতে আবেদন করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ বৃহস্পতিবার নির্দেশ ঘোষণা করে বলেছে, "যদি এক জন অভিযুক্ত সমনে সাড়া দিয়ে আদালতে হাজির হন, তবে তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য ইডিকে সংশ্লিষ্ট আদালতেই আবেদন করতে হবে। আদালতের অনুমতি ছাড়া হাজিরা দেওয়া অভিযুক্তকে হেফাজতে নিতে পারবে না ইডি।"

সেই সঙ্গে দুই বিচারপতির বেঞ্চের তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ "পিএমএলএ মামলায় অভিযুক্ত যদি সমন মেনে আদালতে হাজিরা দেন, তবে তাঁর আলাদা ভাবে জামিনের আবেদন করার কোনও প্রয়োজন নেই।" এ ক্ষেত্রে পিএমএলএ-র ৪৫ নম্বর ধারার জোড়া শর্ত কার্যকরী হবে না বলেও বৃহস্পতিবার জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

তিন কারাকর্মীকে বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে এক বন্দী পালানোর ঘটনায় কঠোর অবস্থান গ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার কারণে তিন আধিকারিককে বরখাস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। গত ১৪ মে বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে এক বিচারাধীন বন্দী পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এসেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার নেপথ্যে থাকা সংশোধনাগারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরও জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার দায়িত্বে এমন অবহেলা বরদাস্ত করবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে একটি ফৌজদারি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দায়িত্বে অবহেলার জন্য তিন কারা কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এরা হচ্ছেন দেবাশীষ শীল সাব-জেলার (ইনচার্জ, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, বিশালগড়), তপন রূপিনী (ওয়ার্ডার) এবং মফিজ মিয়া (গার্ড কমান্ডার)।

বিদ্যুৎ সমস্যা ঃ রাজ্যবাসীর বিলাসিতার কারণ

বিমান ভাড়া নিয়ন্ত্রনে রাজ্যের এত্তিয়ার নেই ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। রাজ্যবাসীর বিলাসিতায় বিদ্যুতের সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলেছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহার বক্তব্য, প্রচন্ড গরমে রাজ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রাদি সহ বিভিন্ন যন্ত্রাদি ব্যবহারের মাত্রা অনেকটাই বেড়েছে, ফলে বিদ্যুতের চাহিদার সাথে যোগানের পার্থক্য বিরাট আকার ধারণ করেছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিবাহী তার অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষমতা বহন করতে পারছে না। তাই বিদ্যুতের সমস্যা কমছে না। সাথে তিনি যোগ করেন, বিমান ভাড়া বৃদ্ধি ব্যবস্থা গ্রহণে রাজ্যের এক্তিয়ার নেই।

এদিন তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ভোট প্রচারে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর ৪০০ পারের দেখা স্বপ্ন রয়েছে তা অবশ্য পূরণ হবে। আজ সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমটাই আশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ভোট প্রচারে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় ৪২ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৩২ টি আসন পাবে। প্রধানমন্ত্রীর ৪০০ পারের দেখা স্বপ্ন রয়েছে তা অবশ্য পূরণ হবে, বলে প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, বিমান ভাড়া বৃদ্ধি ব্যবস্থা গ্রহণে কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকিবহাল। তাতে রাজ্য সরকারের কোনো এক্তিয়ার নেই। বিভিন্ন বিমান সংস্থাগুলির কাছে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি করার যথাযথ কারণ রয়েছে। যার দরুণ বিমান ভাড়া নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না।

উত্তর পূর্বে বাড়বে তাপপ্রবাহ

হাওয়া দপ্তর

গুয়াহাটি, ১৬ মে (হি.স.) ।। তীব্র তাপপ্রবাহের সম্মুখীন অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল। গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে অবস্থিত আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের পূর্বাভাস, অসমের বিভিন্ন প্রান্তে চলতি মে পর্যন্ত স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৫ ডিগ্রি বেশি তাপমাত্রা থাকবে। আবহাওয়া দফতরের এই পূর্বাভাসে এতদঅঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক তীব্র তাপপ্রবাহের ফলে দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করেছে। তাপপ্রবাহের ফলে বহু এলাকায় কাজকর্ম ও জনসমাগম স্থবির হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিমান ভাড়া ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠি বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। কেন্দ্রীয় বিমান মন্ত্রী জ্যোতিরাদত্য সিন্ধিয়াকে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি আগরতলা - কলকাতা সেক্টরের অতিরিক্ত বিমান ভাড়া বৃদ্ধিতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। জিতেন্দ্র চৌধুরী চিঠিতে উল্লেখ করেন, ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে আগরতলা - কলকাতা সেক্টরে বিমানের ভাড়া ১৭০০০ টাকায় গিয়ে পৌঁছেছে। মাত্র ৩২৭ কিমির বিমানযাত্রার জন্য এই ভাড়া স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি। তিনি বলেন, চিকিৎসার জন্য, পড়াশোনার জন্য রাজ্যের জনগণকে প্রায়শই এই বিমানপথ ব্যবস্থার করতে হয়। এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়েছেন।

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় বিমানমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার হস্তক্ষেপ দাবি করে বিমান ভাড়া হ্রাস করার আবেদন জানান।

উত্তর প্রদেশে নির্বাচনী সভায়

রুপোর চামক মুখে নিয়ে জন্মানো শিশুর পক্ষে দেশ চালানো সম্ভব নয় ঃ মোদী

প্রতাপগড়, ১৬ মে (হি.স.)।। রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো শিশুদের পক্ষে দেশ চালানো সম্ভব নয়। কংগ্রেসের সমালোচনা করে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ের এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ৪ জুনের পর অবশ্যই মোদী সরকার গঠন করবে, এছাড়াও আরও অনেক কিছু ঘটবে। ইন্ডি জোট ভেঙে যাবে এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। লখনউ ও দিল্লির "শেহজাদে" ছুটিতে যাবেন।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'এখন ভারত জি-২০-র মতো বড় ইভেন্টের আয়োজন করে, তাও আবার দারুণ সাফল্য ও গর্বের সঙ্গে। ভারত চাঁদে নিজস্ব তেরঙা ছাপ রেখে গেছে। আপনারা কি ১০ বছর আগে এমন সাফল্য কল্পনা করতে পারতেন? হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি ছাড়া আর কোনও খবর ছিল কি? আগে যা অসম্ভব ছিল এখন তা সম্ভব হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ নাবালকের ঝুলন্ত পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। নিখোঁজ নাবালকের ঝুলন্ত পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় ছৈলেংটা ফিশারী পারা জেবি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় মানুষ দুর্গন্ধ পেয়ে স্কুলের পিছনে বাগানে গিয়ে মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছেন। এই ঘটনা আত্মহত্যা না কি খুন তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। আপাতত পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

জনৈক পরিবারের সদস্য জানিয়েছেন, গত চার দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন মঙ্গলধন চাকমা(১৭)। হঠাৎ সে বাড়ির কাউকে কিছু মা বলে বেরিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে না আসাতে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুজি করেছিল। কিন্তু তার কোনো হদিশ পাওয়া যায়। তিনি আরও জানিয়েছেন, আগেও সে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুই দিন পর সে বাড়ি ফিরে আসে।

আজ সকালে প্রত্যক্ষদর্শীরা ছৈলেংটা ফিশারী পারা জেবি স্কুলের পিছনের বাগানে থেকে দুর্গন্ধ পেয়েছিলেন। তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিলেন। সাথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যাজ্যোতি স্কুল গুলিতে খারাপ ফলাফল, ডেমেজ কন্ট্রোলে শাসক দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। ত্রিপুরায় বিদ্যাজোতি প্রকল্পের স্কুলগুলিতে খারাপ ফলাফলের কারণে বিরোধীদের সাঁড়াশি আক্রমনে রীতিমত কোনঠাসা রাজ্য সরকার। তাই এবার ডেমেজ কন্টোলে নামলো শাসক দল বিজেপি। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ প্রধান মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী দাবি করেন, বিদ্যাজোতি প্রকল্পের স্কুলগুলিতে খারাপ ফলাফলের কারণে রাজ্য শিক্ষা দফতরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। যারা পরীক্ষায় কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছে তাদেরকে বিশেষ কোচিং -এর ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

এদিন তিনি বলেন, বিদ্যাজ্যোতির আওতাভুক্ত মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অনেক ছাত্রছাত্রী কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছে। যারা কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছে তাদেরকে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বিশেষ কোচিং এর মাধ্যমে শীঘ্রই আবারো পরীক্ষা নেওয়া হবে। এমনটাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ্য শিক্ষা দফতর। পাশাপাশি যে স্কুলগুলি খারাপ ফলাফল পেয়েছে সেই স্কুলগুলির পরিকাঠামো দিক দিয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

পাশাপায়ি এদিন তিনি বলেন, সিপিএম সাংবাদিক সম্মেলনের নামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। ত্রিপুরার নাম খারাপ করছে। সিপিএমের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আগামী ১৮ মে সারা রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ মিছিল কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিজেপি।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। এদিন তিনি বলেন, সিপিএম সাংবাদিক সম্মেলনের নামে তাদের চিরাচরিত স্ক্রিপ্ট পড়ছে।

বিদ্যালয়গুলোতে পাশের হার খুবই কম

বিক্ষোভ এসএফআই এবং টি এস ইউ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। বিজেপি সরকারের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের খেসারত দিতে হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। এ বছর বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়গুলিতে পাশের হার খুবই কম। এরই প্রতিবাদে আজ এফ এফ আই এবং টি এস ইউ ছাত্র যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষা ভবনে শিক্ষা অধিকর্তার অফিস কক্ষের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাশাপাশি আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে সংগঠনের তরফ থেকে হুশিয়ারী দিয়েছে।

জনৈক নেতা বলেন, বিজেপি সরকারের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের সিবিএসই পরীক্ষায় শোচনীয় ফলাফল হয়েছে। পরিকাঠামোর অভাবে রাজ্যের স্বনামধন্য বিদ্যালয়গুলি আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন কমিশন

লোকসভায় ৪ দফায় ভোটের হার ৬৬.৯৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.)।। লোকসভা নির্বাচনের প্রথম ৪ দফার ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আগামী সোমবারই পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ। তার আগে বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন জানালো, ৪ দফায় ভোটারদের উপস্থিতি ৬৬.৯৫ শতাংশ। যা ইতিবাচক বলেই অভিমত রাজনৈতিক মহলের।একইসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫১ মিলিয়ন জনগণ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, আসন্ন ৩ দফায় ভোটারদের উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

ছেলের বাইকের কিস্তির টাকা দিতে না পারায়

স্ত্রী ও সন্তানের হাতে খুন পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। স্ত্রী ও সন্তানের হাতে খুন হলেন এক হতভাগা পিতা। ওই ঘটনায় লেফুঙ্গা থানার অন্তর্গত দমদমিয়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে। পরিবারের সদ্যসের দাবি, বাইকের কিস্তির টাকা দিতে না পারায় খুন করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস, লেম্বুছড়া ফাঁড়ির ওসি মৃণাল পাল, বিশাল

পুলিশ বাহিনী, ফরেনসিক টিম, ফিঙ্গার প্রিন্ট টিম সহ ডগ স্কোয়ার্ড।

ওই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত মা ও ছেলেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে মৃতের ভাই দিলীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, লেফুঙ্গা থানার অন্তর্গত দমদমিয়া এলাকার বাসিন্দা হরিবল বিশ্বাসের(৪৩) মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে নিজ বাড়ির উঠানে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ পেয়েছেন পায় স্থানীয়রা। সাথে সাথে তাঁরা লেফুঙ্গা থানার খবর পাঠিয়েছেন। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ২১৪ ◘ ১৭ মে ২০২৪ইং◘ ৩ জ্যৈষ্ঠ ◘ শুক্রবার ◘১৪৩১ বঙ্গাব্দ

রাজনীতির ময়দানেও ‘টার্গেট’ নারী

ভোটের মরশুম আসিলে পুরুষ-দৃষ্টিতে নারীর উপস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো আবার নতুন করিয়া জাগিয়া ওঠে।এই কথোপকথনের যেন অন্ত নাই। বহু দিন ধরিয়া চলিয়াছে, আরও বহু দিন চলিবেও। নারীবিরোধী এবং অসাংবিধানিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক রাজনৈতিক দল থেকে অন্য রাজনৈতিক দলে চাপানউতোর চলিবে। বিজেপি প্রার্থী হেমা মালিনীকে নিয়া হরিয়ানার এক র‍্যালিতে কংগ্রেস নেতা রণদীপ সূর্যেওয়ালার করা কুৎসিত মন্তব্যের জেরে ‘জাতীয় নারী কমিশন’ নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হইল। এই অপবাদের প্রেক্ষিতে সূর্যেওয়ালা ক্ষমাযাচনা করিয়া যে-উত্তরটা দিলেন, সেটাও চমৎকার! বলিলেন, উনি ধর্মেন্দ্রজির পত্নী বলিয়া ওঁকে সম্মান করি, আমাদের সবার ঘরের বউ উনি। মানে, হয় মা, নয়তো বউমার সেই পুরনো কসরতে আটকাইয়া যাওয়া। পুরনো ঘটনা মনে আসে, লালুজির সেই কথা, বিহারের রাস্তাগুলিকে সব হেমা মালিনীর গালের মতো মসৃণ করিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি।নিম্নমানের নতুন-নতুন সব ‘বেঞ্চমার্ক’ তৈরি হইতেছে রোজকার রাজনৈতিক সভায়। নারীবাদী অ্যাক্টিভিস্ট রঞ্জনা কুমারীর মন্তব্য, একই রাজনৈতিক মঞ্চেই মেয়ে রাজনীতিকদের রোজ কী ধরনের মন্তব্যের মুখোমুখি হইতে হয় তাহাদের পুরুষ সহযোদ্ধাদের থেকে, সেটা লক্ষ করিলেই বোঝা যাইবে ব্যাপারটা। উল্টোদিকের বিরোধী পার্টির মুখের আগল তো পরের কথা। কর্নাটকের কংগ্রেস বিধায়ক শামানুর শিবশঙ্করাপ্পা যেমন বিজেপির গায়ত্রী সিদ্ধেশ্বরা সম্পর্কে বলিয়া বসিলেন ‘ওঁকে রান্নাঘরেই মানায়।দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুশীলা রামস্বামী এ বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন, এখনও রাজনীতিতে মেয়েদের পদচারণা অনেকটা কম, তাই নারী পুরুষের সমকক্ষ হয়ে ওঠিবার ঢের দেরি। ‘মেয়ে’ বলিয়া আলাদা করিয়া তাহাকে ‘টার্গেট’ করা, খুবই সহজ। রাজনীতি কেন, অন্যান্য ক্ষেত্র-ই বা কম কীসে যায়? পারিবারিক বলয় থেকে রাজনীতির মঞ্চ--- সর্বত্র ছবি এক। নাটকের ক্ষেত্রে তো বহু দিন মেয়েরা স্টেজ ভাগ করিয়া নিতেছেন পুরুষ অভিনেতাদের সঙ্গে। নাটক এক ‘শরীরী ক্ষেত্র’। শরীরের সব বাধা ভাঙিয়া নাটকে নামিয়াছে। ‘নামা’ এই ক্রিয়াপদ এখনও অভিনয় করিতে আসা মেয়েদের সঙ্গী। পুরুষ-সম্পর্কিত ঔদার্যটি আমাদের সমাজের বড়ই বেশি। আমরা ‘দুষ্টু’ ছেলেপিলেদের করা কুকর্ম বড্ড সহজে ক্ষমা করি। আর, পাশাপাশি যে মেয়েদের সঙ্গে ওসব যন্ত্রণাকর ব্যাপার ঘটিয়া যায়, সেই মেয়েদের হৃদয়ে, মনে, মননে দগদগে ক্ষত থাকিয়া যায়।কে ভাবে তাদের কথা। তারা নিজেরা চিৎকার করিয়া উঠে ‘আমার লাগছে’ বলাটাই একমাত্র উপায়। তাও, ক্রমাগত। থামিলে চলিবে না। থামিলেই, অদৃশ্য, প্রান্তিক মেয়েদের যন্ত্রণা ও মুখ ফুটিয়া বলিবার পরিসর চলিয়া যাইবে আড়ালে। কারণ, এই সমাজে পুরুষের খুঁত, বিশেষত গুণী পুরুষের খুঁত ধামাচাপা দেওয়ার দস্তুর এখনও দস্তুরমতো বলবৎ।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সকাশে সুনীল মানসিংহকা, কোবিন্দের সঙ্গে গো-বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা

নাগপুর, ১৬ মে (হি.স.): প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ভারতের প্রাণী কল্যাণ বোর্ডের সদস্য তথা গো-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের ট্রাস্টি সুনীল মানসিংহকা। এই সাক্ষাৎকারে গো-রক্ষা এবং গো-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা। দিল্লিতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে গায়ত্রী পরিবারের (ইন্দোর) বর্ষীয়ান কর্মী সঞ্জয় আগরওয়ালও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক প্রসঙ্গে সুনীল মানসিংহকা বলেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ একজন সাধারণ পরিবারের সদস্য। কৃষি ও গোপালনেও রয়েছে তার ব্যাপক আগ্রহ। এই বৈঠকে মানসিংহকা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে গো-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞানীদের অবদান, ভারতীয় গো বংশের গুরুত্ব, গোভিত্তিক জৈব কৃষি, পঞ্চগব্য আয়ুর্বেদিক ওষুধ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে করা গবেষণা সম্পর্কে অবহিত করেন।

মানসিংহকা বলেন, রামনাথ কোবিন্দ সমগ্র বিষয়টি এবং এই ক্ষেত্রে যে গবেষণা চলছে তা বিশদভাবে বুঝতে পেরেছেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভারতকে একটি কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য গো বংশের অবদানের উপর জোর দিয়েছেন। মানসিংহকার মতে - রামনাথ কোবিন্দ গো-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে জাতীয় সেমিনারে অংশ নিতে সম্মতি জানিয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে সুনীল মানসিংহকা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে গো-বিজ্ঞান সম্পর্কিত সাহিত্য উপস্থাপন করেন। মানসিংহকা বলেন, আলোচনার সময় রামনাথ কোবিন্দ গোভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়ন ও গো গবেষণায় গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১৭ মে পর্যন্ত আবহাওয়া থাকবে শুষ্কই, বড় কোনও বদল হবে না জম্মু ও কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ১৬ মে (হি.স.): আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে বড় ধরনের কোনও আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই জম্মু ও কাশ্মীরে। বলাবাহুল্য, ২৫ মে পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়ায় বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না, ১৭ মে পর্যন্ত আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্কই। বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৫ মে পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই জম্মু ও কাশ্মীরে, এই সময়ে রাতের তাপমাত্রা ওঠানামা করতে পারে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৮-১৯ মে পর্যন্ত 'সংক্ষিপ্ত সময়ের' জন্য বিকেলের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে কোথাও কোথাও। এরপর ২০-২৫ মে পর্যন্ত সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, ২৫ মে পর্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য আবহাওয়ায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে না।

প্রশান্তি ও সৌন্দর্য্যের মিলনস্থল, পর্য্যটক টানতে সেজে উঠছে কাশ্মীরের উলার হ্রদ

শ্রীনগর, ১৬ মে (হি.স.): প্রশান্তি ও সৌন্দর্য্যের মিলনস্থল, এই শব্দও বোধ হয় পর্য্যাপ্ত নয়। কথা হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের উলার হ্রদ-কে নিয়ে। পর্য্যটনকে উৎসাহিত করতে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে আরও সাজিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছে উলার কনজারভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। এশিয়ার বৃহত্তম এই প্রাকৃতিক হ্রদের সৌন্দর্য্যের প্রতি পর্য্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য বড়সড় পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ও মানবপ্রেম

মিঠুন রায়

অখন্ড মানব দর্শনের প্রতীক প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। মহাউদ্ধারণ কারী প্রভু জগদ্বন্ধু। তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর শ্রীমূর্তিখানি সকলকেই মুগ্ধ করে। আনন্দপুরুংযোত্তম প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর গোলকের আসন ছেড়ে ভূলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন ১২৭৮ সালের বৈশাখী সীতা নবমী তিথিতে ব্রাহ্মমুহূতে। যদিও দয়াময় বন্ধুসুন্দর কোনও পুস্তক লিখেন নি। তবে শ্রীশ্রী হরিকথা তাঁর রচিত দুর্লভ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রভু বন্ধুসুন্দর স্বয়ং বলেছেন, সময়ে সবাই বুঝিবে, আমিই বুঝাইব। যারা মাহেশের ব্যাকরণ পড়িবে তাহারা বুঝিতে ও বোঝাইতে পারিবে। তোমরা সব মুখস্থ করে রাখ।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, ভগবান সকলের নিজ জন। তিনি ভক্তদের বরাবরই কাছে টেনে নেন। তাঁর নিকট ভেদ নেই। প্রভু বন্ধু সুন্দর কলকাতায় রামবাগান সহ অন্যান্য অঞ্চলে এসে অস্পৃশ্যদের মধ্যে হরিনাম প্রচার করেছেন। এমনকি ফরিদপুরের বুনো বাগদীদের মধ্যেও হরিনাম বিলি করেন। বিশেষ করে কলকাতার সোনাগাছি গণিকাপল্লীতেও তাঁর প্রেরণায় হরিনাম প্রচারিত হয়। বন্ধুসুন্দরের শ্বাশত জীবন শৈলী আমাদের কাছে অনুকরণীয়। তিনি এই ধরায় এসেছেন জীবের দুঃখ লাঘব করতে।

একদিন ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে মন্দিরের মধ্যে প্রভু শয়ন করিতেছেন। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ প্রভু পুনঃ পুনঃ হাততালি দিতে লাগিলেন। হাততালি শুনিয়া কতিপয় ভক্ত ওনার নিকট ছুটিয়া গিয়া দেখলেন যে, একটা বিরাট সর্প কুন্ডলী জড়াইয়া কেশে বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ভক্তদের মনোভাব দেখিয়া প্রভু কহিলেন যে, আমার মাথার উপরে যেন জীবহত্যা না হয়। ভক্তদের একজন হাতে বেশ কিছুটা কাপড় জড়াইয়া নিয়া অতি সাবধানে চটকরিয়া, সাপটিকে সরাইয়া নিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। ভূমিতে পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে সাপটির মৃত্যুবরণ করিল।

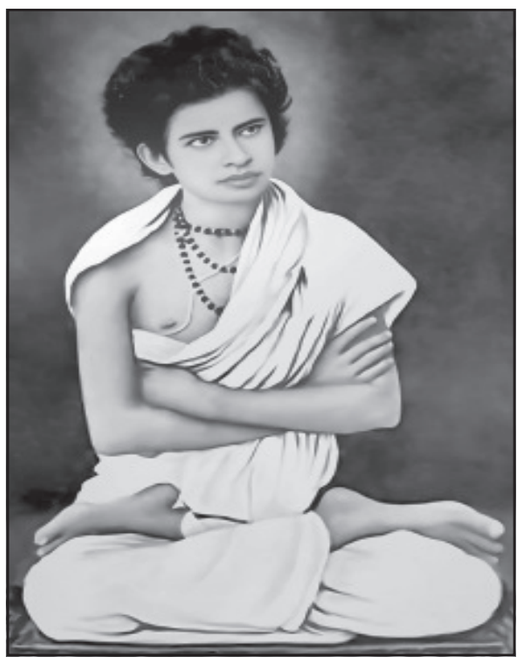

অনন্তের লীলা কে বুঝিবে। ভগবান যখন মানুষ হইয়া আসেন তখন যেখানে যেমনটি প্রয়োজন হয় সেখানে তেমন লীলাই করে যান। যোগমায়া অবলম্বনে কখনও অতি দীন, কখনও ভক্ত, আর কখনও বা ভগবদ্ভাব আবার কখনও সাধারণ মানুষ হইতেও সাধারণ অবস্থা অঙ্গীকাব প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর ছিলেন সর্বজ্ঞ। পাবনার গোলোক মণি ও পরলোকগমন করেন। এতে প্রভুর সর্বত্ব সম্বন্ধে কারোর আর সংশয় রইল না। বাংলা ১২৯৮ সনের মাঘ মাসে ধূলট উপলক্ষে প্রভু বন্ধুসুন্দর কীর্তন দল নিয়ে শ্রীধাম নবদ্বীপে এলন। হরিসভায় নাটুয়া গৌর দর্শনে প্রভু আনন্দিত হলেন। বিশ্ববরণ্য দার্শনিক, বৈষ্ণবচার্য ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে ’ গৌর কথা ” গ্রন্থে লিখেছেন শ্রী শ্রী বন্ধুসুন্দরই সে শ্রীশ্রী গৌরসুন্দর এই মহাসত্য তিনি এমন অভ্রান্তভাবে জানাইয়াছেন ও দেখাইয়াছেন যে কোথাও বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ আমার চিত্তে নাই। ”

চাষাধোপাপাড়ায় হর রায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীপ্রভু আছেন। প্রভু যখন একা থাকিতেন, তখন সেবক যাঁহারা থাকিতেন। তাঁহারা বাহির দিয়া তালাবদ্ধ করিয়া যাইতেন। প্রভুর নির্দিষ্ট সময়ে বা বিশেষ ইঙ্গিতেই দরজা খোলা হইত।হর রায় মহাশয়ের ভাইপো নিতাই। যৌবন বয়স, বেশ শক্তিশালী চেহারা। দেব দ্বিজে ভক্তি রাখে, তবে একরোখা। নিজে যা ভাল বোঝে তার উপর আর কাহারও কথা শুনতে চায় না। সামান্য কারণে রেগে উঠে। নিতাই প্রভুবন্ধুকে গভীর শ্রদ্ধা করে, কিন্তু এতদিন তাদের বাড়ীতে প্রভু আসেন, কোনদিনই সে দর্শন পায় নাই, এ জন্য সে ক্ষুণ্ণ। নিতাই প্রভুর দর্শন করিবেই। সে প্রভুর সেবক নবদ্বীপদাসকে বলে, দরজা খুলিয়া দেন। নবদ্বীপ বলেন, প্রভুর আদেশ ছাড়া দরজা খুলিব না। ইহাতে নিতাই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইল। দরজা ভাঙ্গিয়া প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য সে তখন একদল গুন্ডা জুটাইয়া নিয়া আসিল। বাড়ির লোক ভয়ে ভীত হইয়া নিতাইকে বিরত করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্দান্ত নিতাই কিছুতেই বিরত হইল না। যেইমাত্র সে প্রভুর ঘরের তালা ভাঙ্গিবার জন্য উদ্যত হইল, অমনি ডোমপল্লীর ডোম - রমণীগণ সংবাদ পাইল যে, প্রভুর দরজার তালা ভাঙ্গিয়া গুন্ডা লাগাইয়া নিতাই প্রভুর ঘরে ঢুকিতেছে। ইহাতে প্রভুর অত্যন্ত কষ্ট হইবে মনে করিয়া ডোম - রমণীগণ ছেলে মেয়ে কোলে করিয়া দৌড়াইয়া বাড়ির সম্মুখে আসিল। তাহারা বীরদর্পে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল- ‘ নিতে’র এতবড় স্পর্দা! দেখব সে কেমন নিতে। গুন্ডা জুটিয়ে এনে আমাদের প্রভুর ঘরের দরজা ভাঙতে চায়! আমরা ছেলে মেয়ে ওর সঙ্গে লড়াই করব। ও বড়লোকের ছেলে, ওর মূল্য বেশি। কাঙ্গালের ছেলে বলে কি মূল্য নেই?

শ্যামদাস বাবাজীর সাথে প্রভুর দারুণ ভাব ছিল।প্রভু বন্ধুসুন্দর একবার তাকে বলেছিলেন, ভানু নন্দিনী যাকে কৃপা করিবেন, সে করিবে। আমিও তাঁর আদেশে চলি, বাস, উঠি। ভানু দুলালী যা করান তাই করি। রাইকিশোরীই আমার একমাত্র ভরসা। তোমরাও সকলে তাঁর চরণ যার করা বলিতে বলিতে প্রভু আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শ্যামদাস তৎক্ষণাৎ প্রভু শ্রীঅঙ্গে রাধিকার মহাভাবের অদ্ভুৎ রস দেখতে পেলেন। ঐ সময় শ্যামদাসের মুখে আপনা আপনি জয় রাধে জয় রাধে ধ্বনি নিঃসৃত হন। তিনি বুঝলেন শ্রীবন্ধু সুন্দর সাক্ষাৎ রাধা ঠাকুরাণী। একদিন শ্যামদাসজী শ্রীশ্রী প্রভুর মুখে কথামৃত পান করতে করতে বললেন, ফরিদপুর এমন একটা হীন-পতিতের সুহান একটি তুলসী গাছ পর্যন্ত কাহারও বাড়ীতে নাই। এমন পতিত জায়গায় আপনি কেন থাকবেন? বৃন্দাবনে যমুনার তীরে চলুন।প্রভু বললেন, ওরে শ্যাম! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পতিত সান ফরিদপুর। এবার আমি এখানেই থাকব। আসলে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাব ছিল লোক শিক্ষার জন্য। কলকাতার রামবাগানে তিনকড়ি ডোমের বাড়িতে প্রভু এলেন। শয়ন করেন শক্ত বাঁশের চাটাইয়ের উপর। প্রভুর কোমল অঙ্গে ব্যাথা লেগেছে মনে করে তিনকড়ি প্রভুর চরণপ্রান্তে বসে কাঁদলেন।ভক্তের অন্তরের ব্যথা জানতে পেরে স্মিত হেসে প্রভু বলেছিলেন ,ওরে তিনকড়ি আমার কোন কষ্ট হয় নি, তোদের কণ্ঠে হরিনাম শুনলে আমরা কোন কষ্ট থাকে না। পরিশেষে বলতে হয়, প্রেম ছাড়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয় না। প্রেমের অভাবে আজ মানবহৃদয় শুষ্ক কাষ্ঠে পরিণত হয়েছে। জীবনের মূলে নেই আলো, নেই ভক্তিসুধা। আমাদের সমগ্র প্রাণসত্ত্বা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে ঘোর কলিকালে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর যুগসমস্যা নিরসনে যে প্রেমের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেছেন -ঐ প্রদীপের শিখাই আমাদের চলার পথ দেখাবে।শুভ আবির্ভাব তিথি তথা পবিত্র সীতানবমী তিথিতে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের চরণে বিনম্র প্রণাম।

বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

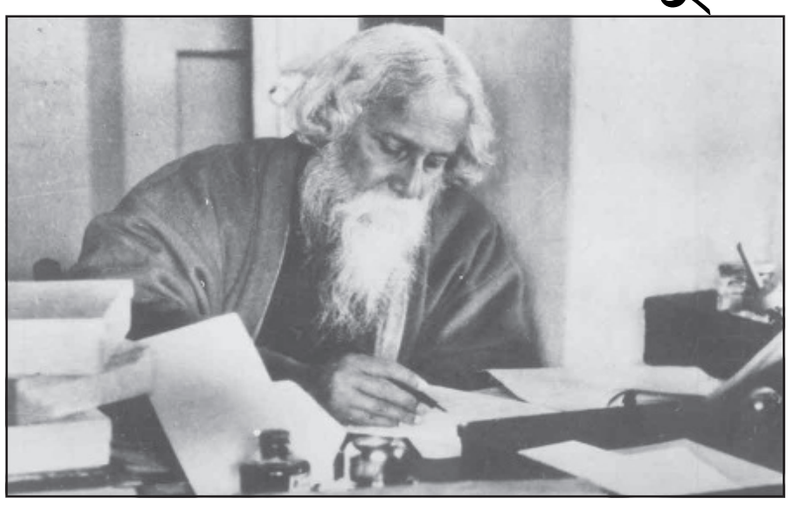

বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্যের পাশাপাশি বিজ্ঞানেও আগ্রহী ছিলেন তিনি। সে কালে বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে, লিখেছেন বিজ্ঞানবিষয়ক বই। ২৫ বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। এই দিনে জেনে নিন তাঁর বিজ্ঞান ভাবনার নানা দিক

জাহিদ হোসাইন খান

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই আলোড়িত এক উপস্থিতি। নক্ষত্রমণ্ডলীর মতো বিস্তৃত তাঁর সাহিত্যের দুনিয়া। কী নেই সেই মণ্ডলীতে? একটা নক্ষত্রমন্ডণ্ডলীতে মহাবিশ্বের যত নমুনা থাকে, রবীন্দ্র সাহিত্যও যেন সেরকমবিপুল বিস্তৃত। সেই নক্ষত্রমণ্ডলে নীহারিকার মতো উপন্যাস, সৌরজগতের মত কবিতা, গ্রহাণুর মতো ছোট গল্প আর উল্কার মতো ছন্দের গাঁথুনি। এর এক কোণে বিজ্ঞানের আনাগোনাও ঠিক চোখে পড়ে। শৈশবে সীতানাথ দত্তের (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ) কাছে প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষা নিতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরেও বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞানে আগ্রহকে বেশ গুরুত্ব দিতেন তিনি। তাই লিখেছেন, ‘বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র।’

পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর, যাঁকে পিতৃদেব নামে ডাকতেন তিনি। তাঁর কাছে বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে জানার সুযোগ পান রবীন্দ্রনাথ। একদিন তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন ভারতের হিমাচল প্রদেশের ডালহৌসি পাহাড়ে। সন্ধ্যাবেলায় এক ডাকবাংলোর চৌকিতে বসে আকাশ চেনার সুযোগ পান। পিতৃদেবের কাছে নানা নক্ষত্র, গ্রহ চিনেছেন সে সময়। বাবার কাছে বিজ্ঞানের নানা বিষয় জেনে জীবনে প্রথম ধারাবাহিক রচনা লেখেন বিজ্ঞান নিয়ে, বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে। পরে যখন ইংরেজি ভাষা আয়ত্ব করেন, তখন সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পড়তে আগ্রহী হন। স্যার রবার্ট বলের লেখা বই পড়ে বেশ আনন্দ পেতেন। তিনি লিখেছেন, ‘এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকম্বোস, ক্লামরিয়ঁ প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি গলাধঃকরণ করেছি শাসসুদ্ধ বীজযুদ্ধ। তার পরে একসময়ে সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির একসেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে।’

বিজ্ঞানের জটিল সব বিষয়কে সহজভাবে জানতে ও লিখতে পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বপরিচয়-এ তিনি লিখেছেন, ‘রাতের আকাশে মাঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় লেপে দেওয়া আলো।

রবীন্দ্ররচনায় বিজ্ঞান

তাঁর বিভিন্ন সাহিত্য রচনায় আমরা বিজ্ঞানের ছাপ দেখি। বিজ্ঞান তো জীবনেরই অংশ। সাহিত্যে সেই বিজ্ঞানের আবহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দারুণ সব আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সবার জন্য বিজ্ঞান জানার বিষয়টিকে বেশ গুরুত্ব দিতেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ‘শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১৩৪৪ সনের আশ্বিনে বিশ্বপরিচয় বইটি প্রকাশ করেন। বইতে ৬টি অধ্যায় ছিল। সেগুলো হলো পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক ও উপসংহার। আমরা সেই বইতে তিনটি চিত্র দেখতে পাই। অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা, হ্যালির ধূমকেতু (১৯১০) এবং শনি ও পৃথিবীর আয়তনের তুলনামূলক চিত্র। বইটি উৎসর্গ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। তিনি হিগস বোসন কণার সেই বিজ্ঞানী বসু বা বোস। বাংলার মানুষের মনে কেন অবৈজ্ঞানিক ভাব আসে, তা নিয়ে আক্ষেপ ছিল ঠাকুর মশায়ের। তিনি লিখেছেন, ‘আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না।’

বিজ্ঞানের জটিল সব বিষয়কে সহজভাবে জানতে ও লিখতে পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বপরিচয়-এ তিনি লিখেছেন, ‘রাতের আকাশে মাঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় লেপে দেওয়া আলো। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা। এদের মধ্যে কতকগুলি সুদূরবিস্তৃত অতি হাল্কা গ্যাসের মেঘ, আবার কতকগুলি নক্ষত্রের সমাবেশ। দুরবীনে এবং ক্যামেরার যোগে জানা গেছে যে, যে-ভিড় নিয়ে এই শেষোক্ত নীহারিকা, তাতে যত নক্ষত্র জমা হয়েছে, বহু কোটি তার সংখ্যা, অদ্ভুত দ্রুত তাদের গতি। এই যে নক্ষত্রের ভিড় নীহারিকামণ্ডলে অতি দ্রুতবেগে ছুটছে, এরা পরস্পর ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায় না কেন। উত্তর দিতে গিয়ে চৈতন্য হোলো এই নক্ষত্রপুঞ্জকে ভিড় বলা ভুল হয়েছে। এদের মধ্যে গলাগলি ঘেঁষাঘেঁষি একেবারেই নেই। সহজবোধ্য বাংলায় বিজ্ঞানের নানা বিষয় দেখা যায় তাঁর লেখনীতে। তিনি লিখেছেন, ‘ধূমকেতু শব্দের মানে ধোঁয়ার নিশান। ওর চেহারা দেখে নামটার উৎপত্তি। বিভিন্ন কঠিন কঠিন বিষয়কে সহজ উদাহরণের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা ছিল তাঁর। নক্ষত্রপুঞ্জের উদাহরণে তিনি লেখেন, ‘পরমাণুর অন্তর্গত ইলেকট্রনদের গতিপথের দূরত্ব সম্বন্ধে সর জেমস জীনস যে উপমা দিয়েছেন এই নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্বন্ধেও অনুরূপ উপমাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। লণ্ডনে ওয়ার্টর্লু নামে এক মস্ত স্টেশন আছে। যতদূর মনে পড়ে সেটা হাওড়া স্টেশনের চেয়ে বড়োই। স্যর জেমসজীনস বলেন সেই স্টেশন থেকে আর সব খালি করে ফেলে কেবল ছটি মাত্র ধুলোর কণা যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে আকাশে নক্ষত্রদের পরস্পর দূরত্ব এই ধূলিকণাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে তুলনীয় হোতে পারবে। তিনি বলেন, নক্ষত্রের সংখ্যা ও আয়তন যতই হোক আকাশের অচিন্তনীয় শূন্যতার সঙ্গে তার তুলনাই হোতে পারে না।’ আমাদের কাছের নক্ষত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ‘আমাদের সবচেয়ে কাছের যে তারা, যাকে আমাদের তারা-পাড়ার পড়শি বললে চলে, সংখ্যা সাজিয়ে তার দূরত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। সংখ্যা-বাঁধা যে পরিমাণ দূরত্ব মোটামুটি আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ, তার সীমা পৃথিবীর গোলকটির মধ্যেই বদ্ধ, যাকে আমরা রেলগাড়ি দিয়ে মোটর দিয়ে স্টীমার দিয়ে চলতে চলতে মেপে যাই। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্র-বসতির সীমানা মাড়ালেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপ বলে মনে হয়। গণিতশাস্ত্র নাক্ষত্রিক হিসাবটার ওপর দিয়ে সংখ্যার যে ডিম পেড়ে চলে সে যেন পৃথিবীর বহুপ্রসূ কীটেরই নকলে।’

সহজবোধ্য বাংলায় বিজ্ঞানের নানা বিষয় দেখা যায় তাঁর লেখনীতে। তিনি লিখেছেন, ‘ধূমকেতু শব্দের মানে ধোঁয়ার নিশান। ওর চেহারা দেখে নামটার উৎপত্তি। গোল মুণ্ড আর তার পিছনে উড়ছে উজ্জ্বল একটা লম্বা পুচ্ছ। সাধারণত এই হোলো ওর আকার। এই পুচ্ছটা অতিসূক্ষ্ম বাষ্পের। এত সূক্ষ্ম যে কখনো কখনো তাকে মাড়িয়ে গিয়েছে পৃথিবী, তবু সেটা অনুভব করতে পারিনি। ওর মুণ্ডটা উল্কাপিণ্ড দিয়ে তৈরি। এখনকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা এই মত স্থির করেছেন যে ধূমকেতুরা সূর্যের বাঁধা অনুচরেরই দলে। কয়েকটা থাকতে পারে যারা পরিবারভুক্ত নয় যারা আগন্তুক।’

বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে নিয়ে তিনি বলেন, ‘আচার্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্যকে কোনো কোনো জীবতত্ত্ববিদ বলিয়াছিলেন, আপনি তো ধাতব-পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতু পদার্থকে চিমি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন কোনো লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীব-শরীরে চিমির সহিত যাহার কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি!’ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর যুক্তরাজ্যের রয়েল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতার খবর অনুবাদ করেও প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ। এভাবে বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহের কথা প্রকাশ পেয়েছে বারেবারে। তাঁর সাহিত্যের নক্ষত্রমণ্ডলীর সবটাজুড়েই তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

স্ত্রীজাতির গৌরব, উটপাখির লাথি, জীবনের শক্তি, ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা, মানব শরীর, রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য, উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য, অভ্যাসজনিত পরিবর্তন, ওলাউঠার বিস্তার, ঈথর/ ইথার, ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য (পরিকাঠামো)র দ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কিছু চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন

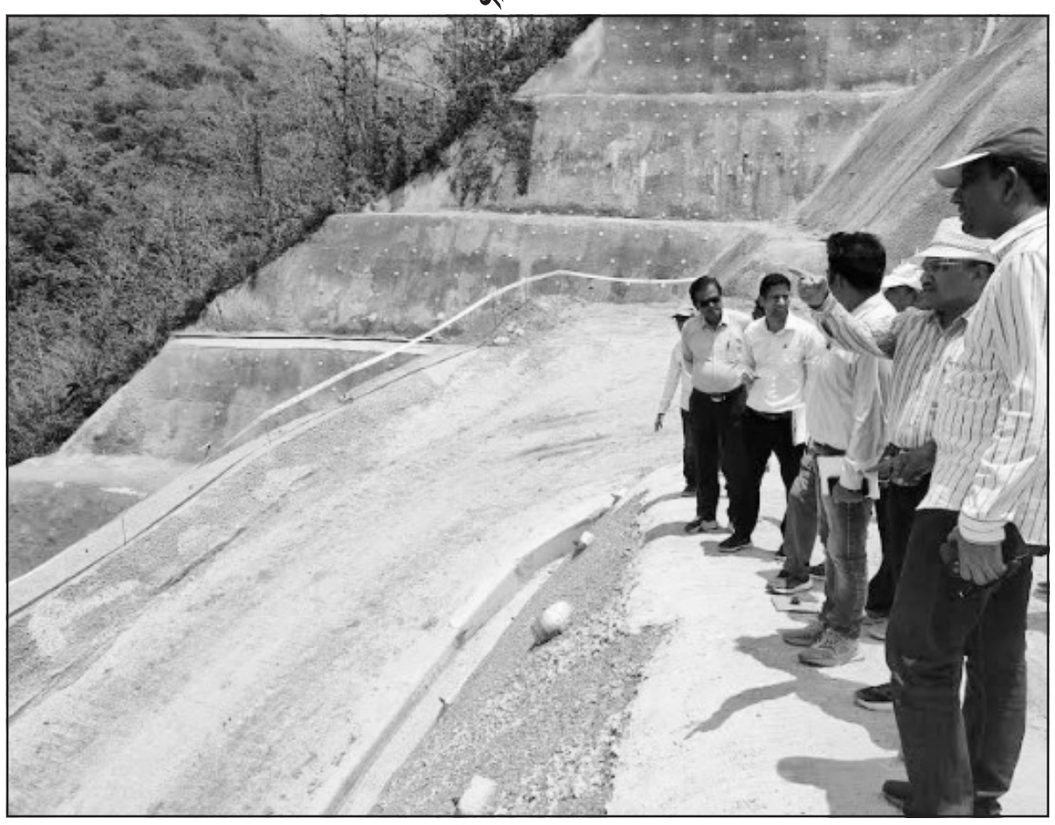

মালিগাঁও, ১৬ মে, ২০২৪: ভারত সরকারের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' এবং ভারতীয় রেলের 'ক্যাপিটাল কানেক্টিভিটি' প্রকল্পের অধীনে একাধিক চলমান রেলওয়ে প্রকল্প উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সংযোগ ব্যবস্থা রূপান্তরের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। রেলওয়ে বোর্ডের পরিকাঠামো সদস্য শ্রী অনিল কুমার খান্ডেলওয়াল সম্প্রতি ১৩ থেকে ১৫ মে, ২০২৪ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চলমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে প্রকল্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন করা প্রকল্পগুলির মধ্যে ভৈরবী-সাইরাং নতুন লাইন প্রকল্প, জিরিবাম-ইম্ফল নতুন লাইন প্রকল্প এবং আগরতলা-আখাউরা আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৩ মে, ২০২৪ তারিখে রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য (পরিকাঠামো) শ্রী অনিল কুমার খান্ডেলওয়াল ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের নির্মাণ কার্য পরিদর্শন করেন, এই প্রকল্পটির দ্বারা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরামের সাথে স্থিতিশীল রেলওয়ে সংযোগের মাধ্যমে দেশের অবশিষ্ট অংশের সংযোগ সাধন হবে এবং এই প্রকল্পটি প্রায় সমাপ্তির পথে। প্রকল্পটির প্রায় ৯৩ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। এই প্রকল্পের দ্বারা মিজোরামে ৫১.৩৮ কিমি রেলওয়ে ট্র্যাক সংযোজনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে এবং প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ৫৫টি মেজর ব্রিজ ও ৮৭টি মাইনোর ব্রিজ। প্রকল্পটির মোট টানেলের দৈর্ঘ্য হলো ১২৮৫৩ মিটার। এই প্রকল্পে ৪টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটির সবচেয়ে লম্বা স্তম্ভটি রয়েছে ১৯৬নং. ব্রিজে, যার উচ্চতা হলো ১০৪ মিটার, যা কুতুব মিনারের চেয়ে ৪২ মিটার বেশি উঁচু।

বোর্ডের সদস্য (পরিকাঠামো) ১৪ মে, ২০২৪ তারিখে জিরিবাম-ইম্ফল নতুন লাইন প্রকল্পের নির্মাণ কার্য ও পরিদর্শন করেন। এই প্রকল্পটিরও লক্ষ্য হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরের দেশের অবশিষ্ট অংশের সাথে স্থিতিশীল সংযোগ স্থাপন এবং এই প্রকল্পটিও প্রায় শেষের পথে। ১১১ কিমি লম্বা এই প্রকল্পে রয়েছে ৫২টি টানেল, ১১টি মেজর ব্রিজ, ১২৯টি মাইনোর ব্রিজ। বিশ্বের মধ্যে রেলওয়ে ব্রিজের সবচেয়ে উঁচু স্তম্ভ এই প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ করা হচ্ছে, যার উচ্চতা ১৪১ মিটার। প্রকল্পটির প্রায় ৭৭ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

এই প্রকল্পগুলি পার্বত্য রাজ্য মিজোরাম ও মণিপুরের মানুষের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করবে। এই প্রকল্পগুলি একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির ক্ষুদ্র মাপের শিল্পোদ্যোগ বিকাশের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক বিকাশেও সহায়ক হয়ে উঠবে। এই রাজ্যগুলির জনগণ দেশজুড়ে দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে যাত্রা করার সুযোগ লাভ করবেন এবং পাশাপাশি খুব কম ব্যয়ে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বাধাহীন সরবরাহও লাভ করবেন।

বোর্ডের সদস্য (পরিকাঠামো) ১৫ মে, ২০২৪ তারিখে আগরতলা-আখাউরা আন্তর্জাতিক রেল সংযোগী প্রকল্পও পরিদর্শন করেন, যা নিশ্চিন্তিপুর (ত্রিপুরা) ইন্টারন্যাশনাল ইমিগ্রেশন স্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের আখাউরা স্টেশনকে সংযুক্ত করবে। এটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী উভয় ট্রেনের জন্য ডুয়াল গজ স্টেশন হবে।

এই রেল সংযোগ পর্যটন খণ্ডে বিশাল উৎসাহ দান করবে, ব্যবসা ও বাণিজ্য বৃদ্ধি করবে এবং দুটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করবে।

৯০ বছর বয়সে জীবনাবসান, প্রয়াত হিন্দি লেখিকা মালতি জোশী

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.): প্রখ্যাত হিন্দি লেখিকা এবং পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত মালতি জোশী বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। মালতি জোশী তাঁর ছেলে এবং ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস (আইজিএনসিএ) সদস্য সচিব সচ্চিদানন্দ যোশীর দিল্লির বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

''''মালওয়া কি মীরা'''' নামে জনপ্রিয় মালতি জোশী ২০১৮ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ কর্তৃক পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি হিন্দি ও মারাঠি ভাষায় ৬০টিরও বেশি বই লিখেছেন। তার কিছু জনপ্রিয় কাজের মধ্যে রয়েছে 'মধ্যান্তর', 'পাতাক্ষেপ', 'পরাজয়', 'এক ঘর স্বপ্ন কা', 'ওহ তেরা ঘর, ইয়ে মেরা ঘর' প্রভৃতি।

পুলিশকর্তার সঙ্গে নওশাদের তর্কাতর্কির পর থানাঘেরাও

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ মে (হি. স.) : শাসনে অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার সমাবেশ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়ে আইএফএফ। এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা এবং পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি থানায় ঢুকে এক পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে তুমুল বচসায় জড়িয়ে পড়েন।

এদিন তৃণমূল-আইএসএফের গোলমালের সময় নওসাদ দলীয় কর্মীদের বলেন, ''আমি থানায় গিয়ে প্রার্থীকে নিয়ে কথা বলছি। আপনারা কেউ প্ররোচনায় পা দেবেন না।'' এরপর তিনি কিছু কর্মী-সমর্থক নিয়ে শাসন থানায় হাজির হন। এক পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে বচসা জড়িয়ে পড়েন তিনি। ক্রমশ চড়তে থাকে উত্তেজনার পারদ।

ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি ওই মহিলা আধিকারিককে আঙুল তুলে উত্তেজিতভাবে বলেন, তিনি ''দালালের মত আচরণ করছেন''। পুলিশ অফিসারও চড়া স্বরে নওশাদকে সংযত থাকার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''আপনার অধিকারের সীমা ছাড়াবেন না''। দীর্ঘক্ষণ বচসা চলে। এর পরই থানা ঘেরাও করেন নওশাদ।

নওসাদ বলেন, নির্বিঘ্নে জন্য কথা বলতে চেয়েছিলাম। প্রশাসন আমাদের বলল, থানায় আসতে। থানায় এক পুলিশকর্মীর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন নওশাদ। ইতিমধ্যেই চার দফার ভোট হয়ে গিয়েছে। এখনও বাকি ৩ দফা। বসিরহাটের নির্বাচন এখনও বাকি। স্বাভাবিকভাবেই ওই এলাকায় জোরকদমে চলছে প্রচার। সেই সঙ্গে বাড়ছে উত্তেজনা আর অশান্তির মাত্রা।

দেশ থাক, মোদী যাক নতুন স্লোগান মমতার

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ মে (হি স) : ''দেশ থাক, মোদী যাক, ধর্ম থাক, মোদী যাক। তাই বলি অলি গলি মে শোর হ্যায়। আপনারা বলবেন ফোর টোয়েন্টি চোর হ্যায়।''

বৃহস্পতিবার এভাবেই নতুন স্লোগান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হলদিয়ার সভায় হাসির রোল উঠল দর্শকাসনে। উঠল স্লোগান।

মমতা বলেন, ''সর্বভারতীয় পর্যায়ে আমরা বিরোধী জোট আইএনডিআই তৈরি করেছিলাম। আমরা জোটে থাকব। অনেকে আমাকে ভুল বুঝেছে। আমি জোটে আছি। আমি ওই জোট তৈরি করেছি। আমি জোটে থাকবও। এখানকার সিপিএম নেই। এখানকার কংগ্রেস নেই। কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে আমরা জোটে থাকব। ভুল বোঝাবুঝির কোনও জায়গা নেই। ভুল খবর ছড়িয়েছে। এতে বিভ্রান্তি হচ্ছে।''

মমতা বললেন, ''পার্টির নামে টাকা চাইলে দেবেন না। আমার পার্টি আপনাদের টাকা চাইবে না। আমাদের যতটা ক্ষমতা ততটাই করব। বিজেপির মতো বিজ্ঞাপন দিই না। তবে আমাদের কাছে বেশি এক্সপেক্ট করবেন না।

কারা কারা টাকা নিয়েছিলেন সব ফাঁস হবে, চাকরি বাতিল নিয়ে সভায় সরব মমতা

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ মে (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এক ধাক্কায় হাজার হাজার চাকরি বাতিল হয়েছে। হলদিয়ায় দাঁড়িয়ে এবার সেই নিয়ে নাম না করে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে মেদিনীপুরের বহু ছেলেমেয়ে রয়েছে, তাঁরা যদি মুখ খোলেন, কে বা কারা কত টাকা নিয়েছিলেন, সব বেরিয়ে পড়বে বলে কারাত হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। চাকরি বাতিল হয়েছে যাঁদের, তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেন। অন্যের ঘর ভাঙলে নিজের ঘরও ভাঙে বলে মন্তব্য করেন।

মমতা বলেন, 'চাকরি বাতিল হওয়ার কয়েক দিন আগে একজন বাবু বলেছিলেন ''বোমা ফাটাব''। আমরা ভাবলাম কোথাও থেকে হয়ত বোমা-গুলি কিনে রেখেছেন! ওমা বলে কি না ২৬ হাজার ছেলেমেয়ের চাকরি বাতিল! আমি সেদিনই বলেছিলাম, ওদের সঙ্গে আছি, থাকব, আইনি সড়াই লড়ব, যা করতে হয় করব। মনে রাখবেন অন্যের ঘর ভাঙলে, নিজের ঘরও কিন্তু ভাঙে।'

এর পরই মমতা বলেন, 'এই ২৬ হাজার ছেলেমেয়ে মুখ খুলছে না...পাছে সত্যিটা বেরিয়ে পড়ে! কার কাছ থেকে কে, কত টাকা নিয়েছেন,তারা যদি একবার বলে দেয়, মেদিনীপুরের সংখ্যাটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি! একদিন না একদিন বেরোবেই। আমাকে চুপচাপ বলে দেবেন।''

তিনি বলেন, ''কারও চাকরি যাবে না, কারও ক্ষতি হবে না। আমি কারও ক্ষতি করি না কোনও দিন। মানুষখেকো বাঘ দেখেছেন, চাকরিখেকো বাঘ দেখেছেন? আপনাদের জেলায় আছে। সাবধান। বোমা ফাটাবে, চাকরি খাবে, বড় বড় কথা বলবে!'

হলদিয়ার সভায় যদিও সরাসরি কারও নাম মুখে আনেননি মমতা, তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেই তিনি নিশানা করেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কারণ কলকাতা হাইকোর্ট প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার আগেই বোমা ফাটানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শুভেন্দু। যেদিন বোমা ফাটাবেন বলেছিলেন, সেই দিনই ওই নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। সেই নিয়েও আগেও প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। হাইকোর্ট বিজেপি-র লেখা রায়ই শুনিয়েছে কি না, প্রশ্ন তোলেন তিনি।

ক্ষতিপূরণ প্রাপকদের তালিকায় দলবাজির অভিযোগে পথ অবরোধ

জলপাইগুড়ি, ১৬ মে (হি. স.) : ৩১ মার্চ টর্নেডোর জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের সুকান্ত নগরের এলাকার বেশ কিছু পরিবার। তাদের ঘরবাড়ি সহ প্রায় সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছিল। প্রশাসনের তরফে ওই পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। ক্ষতিপূরণ প্রাপকদের তালিকায় বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের নাম ঢোকানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার পথ অবরোধ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তৃণমূলের অভিযোগ টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের নাম ঢুকিয়েছেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা। ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাতে নাম ঢোকানো হয়নি এলাকার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। বিজেপির লোকেরা ঘর তৈরির টাকা পেয়ে গেছেন। কিন্তু, বঞ্চিত রয়ে গেছেন তৃণমূল কর্মীরা।

বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই টর্নেডোয় ক্ষতিপূরণ নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ তুলে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকান্ত নগর এলাকায় রাস্তার উপর গাছের গুঁড়ি ফেলে দলের ঝাণ্ডা লাগিয়ে পথ অবরোধ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এখানে বিজেপির পঞ্চায়েত রাতের অন্ধকারে তালিকা তৈরি করে বিজেপি নেতা-কর্মীদের টাকা পাইয়ে দেয়। কিন্তু, আমাদের তালিকাতে নাম থাকলেও এখনও এক টাকাও মেলেনি ক্ষতিপূরণ, সেই দাবিতেই পথ অবরোধ করা হয়েছে। দ্রুত বিজেপিকে তালিকা সামনে আনতে হবে।

অন্যদিকে বিজেপির সাফ বক্তব্য, আদর্শ আচরণ বিধি চালু রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তারা তৈরি করেনি। যা করার প্রশাসন করেছে। তৃণমূলের তরফে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। অযথা মিথ্যা কথা বলে ওরা রাস্তা অবরোধ করে সাধারণ মানুষের অসুবিধা করছে। আশা করি প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৩১ মার্চ আচমকা টর্নেডোর হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল জলপাইগুড়ির সুকান্ত নগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রচুর মানুষ ঘরছাড়া হন। সেই সময় তৃণমূল ও বিজেপির তরফে প্রতিনিধি দল গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। এখন সেই ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের।

মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডের ব্যাগ তল্লাশি নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের

নাসিক, ১৬ মে (হি. স.): মহারাষ্ট্রে উদ্ধব শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত সম্প্রতি আঙুল তুলেছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের দিকে।

অভিযোগ, ভোটপ্রচারের সময় নাকি ব্যাগে করে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে একনাথের পথ আটকালেন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। হেলিকপ্টারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা ব্যাগগুলি খুলে তল্লাশি চালান নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। যদিও ব্যাগগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র ছাড়া বিতর্কিত কিছুই পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, এদিন নাসিকের পঞ্চবটিতে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন একনাথ শিন্ডে। তিনি হেলিকপ্টার থেকে নামার পরেই অস্থায়ী হেলিপ্যাডে চলে আসেন কমিশনের আধিকারিকরা। তারপর কপ্টারের ভেতর থেকে একটি ব্যাগ এবং একটি ট্রলি মাটিতে নামিয়ে সেগুলি খুলে তল্লাশি করেন তাঁরা। যদিও কিছু না মেলায় আবার সেগুলি হেলিকপ্টারে তোলা হয়। তল্লাশির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বারুইপুরে বাড়ির কাছে তৃণমূল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

বারুইপুর, ১৬ মে (হি.স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণার লাহিরিপুর এলাকায় বাড়ির কাছ থেকেই তৃণমূল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, মৃতের নাম তাপস বৈদ্য। বয়স ৪০ বছর। তৃণমূল কর্মী। ছেলের নাম সুজিত বৈদ্য। স্ত্রীর নাম সুজাতা বৈদ্য। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন ছোট মোল্লাখালি উপকূলীয় থানার লাহিরিপুর এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের স্ত্রীর সঙ্গে এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুভাষ মণ্ডলের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তাপস এই সম্পর্কের প্রতিবাদ করেছিলেন। এরপর বুধবার রাতে বাড়িতে ঢুকে তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের।

স্থানীয়দের দাবি, ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতের পা মাটিতে ঠেকে ছিল। যা দেখে পরিবারের সন্দেহ, খুনের পর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তাপসকে। যাতে এই অস্বাভাবিক মৃতুকে আত্মহত্যা বলে চালানো যায়।

মৃতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সারা শরীরের কাদা মাটি মাখা। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে সকাল থেকেই দেহ আটকে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। এর আগেও এই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ আছে। অভিযুক্তকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

শাসনে আইএসএফ-তৃণমূল মারপিট, আহত কয়েকজন

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ মে (হি স) : পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত উত্তর ২৪ পরগনার শাসন। অভিযোগ, আইএসএফের পতাকা ছিঁড়ে দেন এক তৃণমূল কর্মী। তা থেকেই গোলমালের সূত্রপাত। এতে আহত হন কয়েকজন।

বসিরহাট লোকসভার প্রার্থীর সমর্থনে নওশাদের সভা। সেই উপলক্ষে খড়িবাড়ি বাজারে আইএসএফের পোস্টার এবং পতাকা লাগাচ্ছিল কীর্তিপুর ১ নম্বর অঞ্চল আইএসএফ কমিটি। অভিযোগ, সেই সময় এক তৃণমূল কর্মী এসে এক যুবককে পতাকা লাগাতে বাধা দেন। জানা যায়, ওই তৃণমূল কর্মী এবং আইএসএফ কর্মী সম্পর্কে দুই ভাই।

বাধা পেয়ে দাদার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ভাই। বচসা গড়ায় মারপিটে। ভাইয়ে-ভাইয়ে মারপিটের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। দুপক্ষের অনেকে বাঁশ-লাঠি প্রভৃতি নিয়ে মারপিটে জড়িয়ে পড়ে।

যদিও পতাকা লাগানো নিয়ে গোলমালের কথা মানতে চাননি এলাকার আইএসএফ সভাপতি। কীর্তিপুর ১-এর আইএসএফ সভাপতি মহম্মদ এনামুল হক বলেন, ''এক ভাই তৃণমূল করে, অন্য ভাই আইএসএফ করে। ভাইকে টানাহ্যাঁচড়া করে নিয়ে গিয়েছে। পতাকা লাগানো নিয়ে কোনও সমস্যা এখনও পর্যন্ত দেখিনি। তবে, চাপ আছে। আশা করছি, কোনও ঝামেলা হবে না। ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝামেলা হয়েছে।'' গোলমাল চলাকালীন এলাকায় চলে আসেন নওশাদ। তিনি বলেন, ''কোনও রকম প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না। 'সুবিধা' অ্যাপের মাধ্যমে এখানে সভা করার অনুমতি পেয়েছিলাম। তৃণমূলের গুন্ডা, মস্তান, তোলাবাজেরা আমাদের সভা করতে দেয়নি। আমরা প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে কর্মসূচি জারি রাখতে চেয়েছিলাম''। নতুন করে সম্ভাব্য অশান্তির জন্য বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

কুপওয়ারায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল; দুই জঙ্গি মৃত্যুর শঙ্কা, গোলাবারুদ উদ্ধার

শ্রীনগর, ১৬ মে (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার তাঙধারে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করে দিল সুরক্ষা বাহিনী। সুরক্ষা বাহিনীর অভিযানে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তল্লাশি চালানোর পর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে। বৃহস্পতিবার নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল কয়েকজন জঙ্গি।

নিয়ন্ত্রণরেখায় সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসতেই গুলি চালান জওয়ানরা। গুলিবিদ্ধ হয়ে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কুপওয়ারা জেলার তাঙধারের আমরোহি এলাকায় এদিনই তল্লাশি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

রায়গঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সোনার বিস্কুট—সহ ধৃত এক

দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৬ মে (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি-২ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১০৩৯.৪৪০ গ্রাম সোনার বিস্কুট সহ একজনকে ধরেছে রায়গঞ্জ সেক্টরের অধীনে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) ৬১ তম ব্যাটালিয়নের বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) মোতায়েন জওয়ানরা। ধৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম জিন্নাত আলী মন্ডল। বৃহস্পতিবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। তথ্যমতে, হরিপোখার গ্রাম থেকে গোপনে সোনার বিস্কুট আনতে গিয়ে ধরা পড়েন ভারতীয় নাগরিক জিন্নাত আলী মণ্ডল। তল্লাশি করে, বিএসএফ দল তার কাছ থেকে ১০৩৯.৪৪০ গ্রাম ওজনের নয়টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে। আটক ভারতীয় নাগরিককে বাজেয়াপ্ত করা সোনার বিস্কুট—সহ হিলির কাস্টমস ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

গুয়াহাটিতে জনতা ভবনের সামনে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ

গুয়াহাটি, ১৬ মে (হি.স.) : গুয়াহাটিতে জনতা ভবনের সামনে উদ্ধার হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ। দিশপুর থানার পুলিশ নিহত ব্যক্তির পরিচয় ও মৃত্যু কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে গুয়াহাটিতে জনতা ভবনের সামনে দিশপুর থানার অদূরে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কাছে ফুটব্রিজ ড্রেনে উদ্ধার হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ। নালা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে তার ময়না তদন্ত করতে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ইত্যবসরে দিশপুর থানার পুলিশ অফিসাররা মৃতদেহ উদ্ধার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছেন।

মৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত মৃতদেহটি দাবিহীন অবস্থায় রয়েছে।

ফুটব্রিজ ড্রেনে মৃতদেহটি প্রথমে দেখেন স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার নিরাপত্তা কর্মীরা। তাঁরা খবর দেন দিশপুর থানায়। খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ।

হলদিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ মে (হি স): তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে এবার ''বদলা''র কথা। পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় নির্বাচনী সভা থেকে গত বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের ফলফলের প্রেক্ষিতে কোনও না কোনওদিন ''বদলা'' নেবেন বলে সাফ জানিয়ে দিলেন মমতা।

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে তাঁকে ষড়যন্ত্র করে হারানো হয়েছিল বলে অভিযোগ তোলেন মমতা। সরাসরি নাম না করলেও, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেই তিনি এমন মন্তব্য করেছেন বলে নিশ্চিত রাজনৈতিক মহল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমার সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে, ছাপ্পাভোট হয়েছে। পুরো ভোট লুঠ হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনে। বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে গায়ের জোরে, জেলাশাসক বদলেছিল, পুলিশ সুপার বদলেছিল, আইসি বদলেছিল। আর ভোট হয়ে যাওয়ার পরে লোডশেডিং করে দিয়ে দিয়ে ফল পালটে দিয়েছিল।''

এর আগেও নন্দীগ্রামে পরাজয় নিয়ে একই অভিযোগ তুলেছেন। এ নিয়ে আদালতেও গিয়েছেন তিনি। তবে এদিন তিনি বলেন, ''আমি আজ না হয় কাল, এর বদলা তো নেবই। কী ভাবে নেব, কেমন করে নেব, সেটা আগামীদিন পথ দেখাবে।''

নন্দীগ্রামে যে ফলাফল হয়েছিল সেটা নন্দীগ্রামের মানুষের রায় ছিল না বলে এদিন দাবি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''যাঁরা করেছেন, তাঁদের বলি, মাথার উপর যদি ঈশ্বর-আল্লাহথেকে থাকেন, তাঁরাই করবেন। বিজেপি দিল্লিতে ক্ষমতায় আছে বলে কমিশনকে দিয়ে মেদিনীপুর লুঠ করে। আমি আদালতে মামলা করেছি। পড়ে আছে এখনও। আজ না হয় কাল, বদলা নেবই নেব। কারণ ওটা নন্দীগ্রামের মানুষের রায় নয়।'

এদিন মমতা আরও বলেন, 'এখানে যারা গদ্দারি করেছে, তৃণমূলের খেয়ে, তৃণমূলের লুঠ করে...আমরা জানতেও পারিনি।' সরাসরি যদিও কারও নাম মুখে আনেননি মমতা, তবে তাঁর নিশানায় শুভেন্দু এবং অধিকারী পরিবার বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

উত্তরপূর্বে বাড়বে তাপপ্রবাহ, পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

গুয়াহাটি, ১৬ মে (হি.স.) : তীব্র তাপপ্রবাহের সম্মুখীন অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল। গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে অবস্থিত আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের পূর্বাভাস, অসমের বিভিন্ন প্রান্তে চলতি মে পর্যন্ত স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৫ ডিগ্রি বেশি তাপমাত্রা থাকবে। আবহাওয়া দফতরের এই পূর্বাভাসে এতদঅঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক তীব্র তাপপ্রবাহের ফলে দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাহত করেছে। তাপপ্রবাহের ফলে বহু এলাকায় কাজকর্ম ও জনসমাগম স্থবির হয়ে পড়েছে।

এক প্রেস বিবৃতিতে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দিনের বেলা আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও তীব্র তাপপ্রবাহ থাকবে। আজ বৃহস্পতিবার অসমের বিভিন্ন জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

তাপপ্রবাহের প্রভাব অসমের বাণিজ্য ক্ষেত্রে পড়েছে। এছাড়া নাগরিকদের নিত্যদিনের কাজকর্ম এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়কে প্রভাবিত করেছে তীব্র তাপপ্রবাহ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

লবঙ্গের গুনে চুল হবে সৌন্দর

খুশকির সমস্যায় জেরবার অবস্থা। খুশকি তাড়াতে "অ্যান্টি ড্যানড্রফ" শ্যাম্পু ব্যবহার করেন। কিন্তু এই ধরনের শ্যাম্পু নিয়মিত ব্যবহার করা যায় না। করলে চুল অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়ে। অনেকেই ঘরোয়া টোটকা হিসাবে খুশকি তাড়াতে সোহাগার খই ব্যবহার করেন। তবে তার চেয়েও সহজ উপায় রয়েছে হেঁশেলের তাকে।

মুখের দুর্গন্ধ, দাঁতের যন্ত্রণা ঠেকাতে রাতবিরেতে খোঁজ পড়ে লবঙ্গের। অনেকেই হয়তো জানেন না, লবঙ্গ কিন্তু খুশকি দূর করতেও দারুণ কাজ করে। লবঙ্গের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল উপাদান। যা মাথার ত্বকের পিএইচের সমতা রক্ষা করে। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে এই মশলা। লবঙ্গ দিয়ে যদি মাথায় মাখার তেল

বানিয়ে ফেলা যায়, তা হলে আরও ভাল। মাথায় লবঙ্গ মেশানো তেল মাখলে কী উপকার হয়?

লবঙ্গের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। এই সমস্ত উপাদান চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগায়। মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ভাল রাখতে সাহায্য করে এই লবঙ্গ মেশানো তেল। মাথার ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে এই তেল বেশ কাজের। লবঙ্গের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল উপাদান। যা মাথার ত্বকে সংক্রমণজানিত সমস্যা রোধ করতেও সাহায্য করে। বাড়িতে এই তেল কী ভাবে তৈরি করবেন? কখন মাখবেন?

প্রথমে বেশ কয়েকটি লবঙ্গ মিক্সিতে গুঁড়ো করে রাখুন। এ বার কড়াইয়ে নারকেল তেল গরম হতে দিন। আঁচ একেবারে কমিয়ে রাখবেন। তেল গরম হলে তার মধ্যে গুঁড়ো করে রাখা লবঙ্গ দিয়ে দিন। ভাল করে ফুটিয়ে নিন। তেলের রং গাঢ় হয়ে এলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। ওই অবস্থায় রেখে দিন বেশ খানিক ক্ষণ। ঠান্ডা হলে কাচের শিশিতে ঢেলে রাখুন। মাথার ত্বকে মাখার আগে হালকা গরম করে নিলেই হবে। এই তেল মেখে রাতে ঘুমোনোর প্রয়োজন নেই। স্নান করার আধঘণ্টা আগে খুব অল্প পরিমাণ তেল মেখে শ্যাম্পু করে নিলেই হবে। তবে যাঁদের ত্বক স্পর্শকাতর, তাঁরা মাথায় এই তেল মাখতে যাবেন না। ত্বকের অস্বস্তি বাড়তে পারে।

সুস্থ্য থাকতে খাবারের সঙ্গে ঘুম জরুরি?

নিরোগ থাকতে শুধু সময়মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খেলেই হবে না, পর্যাপ্ত ঘুমও জরুরি। কিন্তু এই ব্যস্ততাময় জীবনে ঘুমোনোর সুযোগই সব চেয়ে কম পাওয়া যায়। অফিসে পৌঁছনোর তাড়ায় সকালে দ্রুত বিছানা ছাড়তে হয়। দিনভর কাজের চাপ, পর পর মিটিংয়ের মাঝে দু'চোখের পাতা এক করার সুযোগ পাওয়া যায় না। বাড়ি ফিরে ওয়েব সিরিজ দেখতে গিয়ে ঘুমোনোর কথা মনে থাকে না।

দীর্ঘ দিন ধরে অনেকেই একই রুটিনে অভ্যস্ত। যার পরিণাম শারীরিক নানা অসুস্থতা। শুধু তো শরীর নয়, ঘুমের ঘাটতি প্রভাব ফেলে মনের উপরেও। ঘুম কম হলে সাময়িক সমস্যা দেখা না দিলেও, দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব পড়ে। অনেক সময় শরীরও জানান দেয় যে, পর্যাপ্ত ঘুম দরকার। কিন্তু কী ভাবে জানান দেয়? কোন লক্ষণগুলি দেখলে বুঝবেন, শরীরে ঘুমের ঘাটতি দেখা দিয়েছে?

১. শারীরিক পরিশ্রমে ক্লান্তি আসে, দুর্বল লাগে। তবে সেটা যদি মাত্রাতিরিক্ত হয়, তা হলে বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখা জরুরি। পরিশ্রমের কারণে দুর্বল লাগলে একটু বিশ্রাম নিলেও ফিট হয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু দুর্বলতা কোনও ভাবেই কাটতে না চাইলে বুঝতে হবে, ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে।

২. পর্যাপ্ত জল খেলেও শরীরে জলের ঘাটতি হচ্ছে? অস্বস্তিবোধ, সারা ক্ষণ জল তেষ্টা পাওয়াও ভাল লক্ষণ নয়। শরীর পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পেলে এমনটা হতে পারে।

৩. ঘন ঘন অসুস্থ হচ্ছেন? জ্বর, সর্দি-কাশি মাঝেমধ্যেই কাবু করছে? এও কিন্তু কম ঘুমের কারণে হতে পারে। ঘুমের অভাব হলে শরীরের প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়, তাই শরীরে ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়া সহজেই হানা দিতে পারে। তাই সতর্ক হোন।

৪. হঠাৎ সব কিছু ভুলে যাচ্ছেন? ঘুমের সমস্যা হলে এই লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তাই সতর্ক হওয়া জরুরি। সমস্যা বাড়তে দিলে অন্যান্য রোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

শরীরচর্চার পাশাপাশি ঝাল খাবার খেতে শুরু করুন, ফল পাবেন

বিপাকহার ভাল না হলে শারীরবৃত্তীয় অনেক কাজই থমকে যেতে পারে। বিপাকক্রিয়া ভাল হলে মেদ ঝরানোর কাজেও গতি আসে। তাই দিন শুরু করেন ডিটক্স পানীয় খেয়ে। শরীরের বাড়তি মেদ ঝরাতে পরিশ্রমের কোনও খামতি রাখেন না। জিমে যাওয়া থেকে ডায়েট, সব করা হয় নিয়ম মেনেই। তবে, অনেকেই হয়তো জানেন না, ওজন ঝরানোর আরও একটি পন্থা হতে পারে লঙ্কা খাওয়া।

লঙ্কায় রয়েছে এমন একটি উপাদান, যা ওজন কমাতে সাহায্য করে। এই উপাদান হজমক্ষমতা উন্নত করতেও সক্ষম। হজম ঠিকঠাক হলে ওজনও বাড়তে পারে না। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে

লঙ্কার উপর ভরসা রাখতে পারেন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, লঙ্কার মধ্যে রয়েছে "ক্যাপসাইসিন", যা দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। সেই কারণে ঝাল খেলে অনেকে দরদর করে ঘামেন। দেহের তাপমাত্রার সঙ্গে বিপাকহারের সম্পর্ক রয়েছে। লঙ্কার মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুণ থাকার কারণে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করতেও সাহায্য করে লঙ্কা। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণায় সে প্রমাণ মিলেছে।

বিপাকহার নিয়ন্ত্রণে লঙ্কা কী ভাবে সাহায্য করে? ১. ঝাল খেলে অনেক ক্ষণ পেট ভর্তি থাকে। লঙ্কার মধ্যে রয়েছে "ক্যাপসাইসিন" নামক একটি উপাদান। যা বিপাকক্রিয়া ভাল রাখতে সাহায্য করে।

২. রক্তে শর্করা এবং ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে ঝাল খাবার। যার ফলে টাইপ ২ ডায়াবিটিস, স্থূলত্বের সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ৩. পর্যাপ্ত ক্যালোরির অভাব হলে শরীরে জমা ফ্যাটই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে "লাইপোলাইসিস" বলা হয়। সেই কাজেও সাহায্য করে লঙ্কার মধ্যে থাকা "ক্যাপসাইসিন"।

কেবল ক্লান্তি কাটাতেই নয়, বাগান পরিচর্যাতেও সাহায্য করে কফি

সারা দিনের ক্লান্তি কাটাতে এক কাপ কফি, হালকা গান আর খানিক ক্ষণ একান্তে সময় কাটানো। মন ফুরফুরে করতে কফির জবাব নেই। কিন্তু শুধু পানীয় হিসাবেই নয়, কফির কিন্তু আরও নানা গুণ রয়েছে। বাড়ির কাজ থেকে রূপচর্চা, নানা কাজে কফি দিয়েই হতে পারে মুশকিল আসান। জেনে নিন, কফি আর কী কী কাজে আসতে পারে?

ত্বক ও চুলের পরিচর্যায়

ত্বকের জন্য কফি খুবই উপকারী। বলিরেখা দূর করে, মৃত কোষ দূর করে, এমনকি অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট হিসাবেও কাজ করে কফি। বিভিন্ন ফেস প্যাকে কফি ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া ট্যান তুলতেও কফি দারুণ কাজে আসে। শ্যাম্পু করে নেওয়ার পর কোল্ড কফি মাথায় ঢেলে কিছু ক্ষণ রেখে তার পর মাথা ধুয়ে নিন। কন্ডিশনার হিসেবে কফি দারুণ

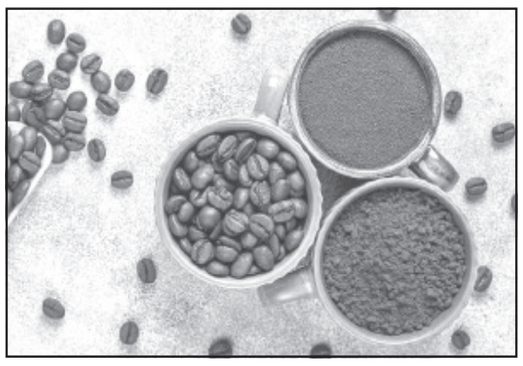

কাজ করে। এ ছাড়া চুলে লালচে রং আনতেও হেয়ার প্যাকে কফি ব্যবহার করা হয়।

দুর্গন্ধনাশক হিসেবে

ফ্রিজে দুর্গন্ধ হলে কফি দিয়েই হতে পারে সমাধান। একটা কাপে কিছুটা কফি রেখে দিন ফ্রিজের মধ্যে। কফি সমস্ত দুর্গন্ধ টেনে নেবে। ফ্রিজের দুর্গন্ধ দূর হবে সহজেই। আলমারিতেও অনেক সময় ভ্যাপসা গন্ধ হয়। এই গন্ধ আর আর্দ ভাব দূর করতে টিস্যু কাগজে কফি মুড়ে আলমারি বা ড্রয়ারে রেখে দিতে পারেন।

কীটনাশক হিসাবে

রান্নাঘরে পোকামাকড়ের উপদ্রব? এ ক্ষেত্রেও কাজে লাগাতে পারেন কফির গুঁড়ো কিংবা কফি বিন্স। কফির গুঁড়ো টিস্যু কাগজে মুড়ে রান্নাঘরের কোণে রাখা যেতে পারে। চাল-ডালের কৌটোর ভিতরেও কাগজে মুড়ে কফি রেখে দিতে পারেন। পোকামাকড়ের হাত থেকে রেহাই পাবেন সহজেই। ফ্রিজে দুর্গন্ধ হলে কফি দিয়েই হতে পারে সমাধান। বাগানের গাছেরও যত্ন নিতে পারেন কফি দিয়ে। জলের সঙ্গে বা জৈব সারের সঙ্গে মিশিয়েও দিতে পারেন কফি। এতে মাটির মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গাছের বৃদ্ধিও ভাল হয়। তবে কফির মাত্রা যেন খুব বেশি না হয়, সেটাও নজরে রাখতে হবে। কাঠের আসবাবের যত্নে কফি দিয়ে কাঠের আসবাবপত্রও খুব ভাল ভাবে পরিষ্কার করা যায়। কফি জলে ফুটিয়ে তার পর ঠান্ডা করে একটি কাপড়ের সাহায্যে সেটি কাঠের আসবাবের উপরে লাগিয়ে দিন। পরিষ্কারও হবে, একই সঙ্গে আসবাবের জেল্লাও ফিরবে।

ছানা পটল বানিয়ে স্বাদ বদল করুন

গরমকাল মানেই বাজারে গেলে চোখে পড়ে চারদিকে পটল আর পটল। তবে রোজ রোজ পটলের ঝোল আর ভাজা খেতে মোটেও ভাল লাগে না। পটল পোস্ত, দই পটলও অনেক হয়েছে। নিরামিষের দিনে পটল দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন সুস্বাদু একটি রেসিপি। দুপুরে গরম গরম ভাতের সঙ্গে ছানা পটল একেবারে জমে যাবে। রইল রেসিপি।

উপকরণ: ৫টি পটল,২৫০ গ্রাম ছানা, ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ অনুযায়ী নুন ও চিনি, ১ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, ২ টেবিল চামচ কাজুবাদাম বাটা, ২ টেবিল চামচ পোস্ত বাটা, ১ টেবিল চামচ চারমগজ বাটা, ৩-৪ টেবিল চামচ টক দই, ১ টেবিল চামচ কিশমিশ কুচি ২ টেবিল চামচ কাজুবাদাম কুচি, ৪-৫ টেবিল চামচ নারকেল কোরা, ২ টেবিল চামচ খোয়া ক্ষীর

৪টি চেরা কাঁচা লঙ্কা, ১ টেবিল আদা বাটা, আধ কাপ টম্যাটো কুচি

আধ চা চামচ গোটা জিরে ১ টেবিল ামচ জিরে বাটা , ৫ টেবিল চামচ সর্ষের তেল, ১ টেবিল চামচ ঘি

প্রণালী:

১) প্রথমে পটলের খোসা ছাড়িয়ে নিন। তবে পুরোপুরি না ছাড়ালেই ভাল। এ বার ভিতরের বীজ চামচ দিয়ে কুরিয়ে বার করে নিন। সামান্য নুন ও হলুদ মাখিয়ে পটলগুলি ভেজে রাখুন।

২) এ বার পটলের পুর তৈরি করতে কুরিয়ে রাখা পটলের বীজ এবং লঙ্কা হালকা মিক্সিতে বেটে নিন।

৩) এ বার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে বেটে রাখা পটলের দানা, ছানা, নারকেল কোরা, পোস্ত বাটা এবং অল্প খোয়া ক্ষীর দিয়ে শুকনো করে পুর তৈরি করুন। উপর থেকে কাজুবাদাম এবং কিশমিশ ছড়িয়ে দিন।

৪) এ বার ভেজে রাখা পটলের মধ্যে ছানার পুর ভরে আটার গোলা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিন।

৫) আর একটি একটি কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে গোটা জিরে আর কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিন। সামান্য আদা বাটা আর টম্যাটো কুচি দিয়ে কষিয়ে নিন। ভাল করে নাড়াচাড়া করে টক দই, কাজু বাদাম বাটা, চারমগজ বাটা দিয়ে আরও খানিক ক্ষণ কষিয়ে নিন। নুন, চিনি সামান্য জল দিয়ে ভাল করে ফোটান।

৬) ঝোল ফুটে এলে ভেজে তুলে রাখা পটলগুলি দিয়ে দিন। ঝোল ঘন হয়ে পটলের গায়ে মাখা মাখা হয়ে এলে গরম মশলা গুঁড়ো আর ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম গরম পোলাও কিংবা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন ছানা পটল।

ঠান্ডা হওয়া খাবার আবার গরম করে খেলে তা "বিষাক্ত" হয়ে উঠতে পারে

সংসার, অফিস একা হাতে সবটা সামাল দিতে হয়। সময় এবং শ্রম বাঁচাতে ডাল, তরকারি, শাক-চচ্চড়ির মতো পদ বেশি করে রেঁধে, ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখেন। সহজে খাবার গরম করার জন্য মাইক্রোঅয়েভও কিনেছেন। ফলে ফ্রিজে রাখা খাবার গ্যাস জ্বালিয়ে আবার করে ফোটানোর প্রয়োজন পড়ে না। ঝক্কি ছাড়াই খাবার সহজে গরম করা যায়। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এমন কিছু খাবার রয়েছে যেগুলি রান্না করার পর গরম করা মোটেও ভাল হয়। রান্না করা খাবার গরম করে খেলে তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। চা বা কফি- সারা সপ্তাহ সময় হয় না। কিন্তু ছুটির বিকেলে সাধের সাজানো বারান্দায় মনের মানুষটির সঙ্গে বসে চা বা কফি খেতে ভালই লাগে। তখন গল্প করতে করতে এমন বিভোর হয়ে যান যে, কখনও কখনও সেই পানীয় একেবারে ঠান্ডা জল হয়ে যায়। ফেলে না দিয়ে সেই চা বা কফি ভর্তি কাপটি অনেকেই মাইক্রোঅয়েভে ঢুকিয়ে দেন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, চা বা কফি বানানোর পর সেই পানীয়টি দ্বিতীয় বার গরম করলে অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। সেই চা খেলে অম্বলের সমস্যা বাড়তে পারে।

ডিম- ডিমের ঝোল, ডিম কষা, ডিম সেদ্ধ বা অমলেট, কোনওটিই গরম করে খাওয়া ভাল নয়। কারণ ডিম দ্বিতীয় বার গরম করলে তার প্রোটিন-গুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং ডিমের মধ্যেই নানা ক্ষতিকারক ব্যাক্টেরিয়া জন্মায়। এই ব্যাক্টেরিয়া পেটে গেলে শরীর খারাপ হতে পারে। ভাত- সময় এবং গ্যাস বাঁচাতে অনেকেই দু'বেলার ভাত এক সঙ্গে করে রাখেন। গ্যাস থেকে নামানোর পরে ভাত যদি ঘরের তাপমাত্রাতেই রেখে দেওয়া হয়, তা হলে ভাত ঠান্ডা হয়ে গেলে নানা ব্যাক্টেরিয়া জন্মাতে শুরু করে। সেই ঠান্ডা হওয়া ভাত যদি আবার গরম করা হয়, তবে ব্যাক্টেরিয়াগুলির ক্ষতিকারক প্রভাব বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আলু- সকালে লুচির সঙ্গে রান্না করা আলুর তরকারি অনেকটা বেঁচে গিয়েছে। ভাবলেন, রাতে রুটি দিয়ে এই তরকারি খাওয়া হয়ে যাবে। এতে সময় হয়তো বাঁচবে, কিন্তু সমস্যা হতে পারে। আলুর তরকারি বার বার গরম করে খাবেন না। এতে আলুর যে নিজস্ব পুষ্টিগুণ, তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গরম

করা আলুর তরকারি খেলে পেটের সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। শাক- পুঁই শাক, পালং শাক, লালশাক বা মেথি শাক শাকের কোনও পদই রান্না করার পর গরম করে খাওয়া উচিত নয়। শাকপাতায় নাইট্রেট থাকে। রান্না করা শাকের তরকারি পুণরায় গরম করা হলে, ওই নাইট্রেট থেকে নাইট্রোস্যামাইন নামের এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়, যা শরীরের ক্ষতি করে।

চা খেয়েই জল খেতে নেই কেন? কী ক্ষতি হয় তাতে?

চা ছাড়া বাঙালির চলে না। বন্ধুদের সঙ্গে দেদার আড্ডা হোক কিংবা সকাল সকাল ঘুমের রেশ কাটানো চায়ের কাপে চুমুক না দিলে যেন ক্লান্তি কাটতে চায় না। গরম ধোঁয়া ওঠা চা শুধু শরীর নয়, মনের ক্লান্তিও দূর করে। তবে জেনে হোক কিংবা অজান্তে, চা খাওয়ার পর অনেকেই ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে নেন। গরম চা খাওয়ার পর জল খাওয়ার অভ্যাস ভাল না মন্দ, তা নিয়ে বিস্তর চর্চা চলতেই থাকে। তবে চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, গরম চা খেয়ে ঠান্ডা জলে গলা ভেজানোর অভ্যাস অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। কী হয় এর ফলে?

বদহজম- চা বলে নয়, গরম যে কোনও খাবার বা পানীয় খাওয়ার পরে ঠান্ডা কোনও জিনিস খাওয়া একেবারেই ঠিক নয়। চা খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে জল খেলে বদহজমের মতো নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

রক্তপাতের ঝুঁকি

খাওয়ার পর জল খেলে শরীর অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে গরমের মরসুমে এই সমস্যা আরও বেশি হতে পারে। ফুটন্ত গরম চা খাওয়ার পর ঠান্ডা জল খেলে শরীর অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে গিয়ে নাক থেকে রক্তপাতের ঝুঁকিও থাকে।

পেট ফাঁপা

চা খাওয়ার পর জল খেলে পেটে নানা সমস্যা হতে পারে। গ্যাসের সমস্যা ছাড়াও পেটের ফোলা ভাব,

পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো নানা শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। দাঁতের সমস্যা- গরম এবং ঠান্ডা পরপর খেলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে দাঁত এবং মাড়িতে। দীর্ঘ দিন এমন চলতে থাকলে দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যেতে পারে। মাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পুষ্টিগুণের দিক থেকে কোন ধরনের আম খাওয়া ভাল?

গরম পড়তেই বাজারে আমের ছড়াছড়ি। আচার, চাটনি কিংবা মোরব্বার জন্য এত দিন কাঁচা আমের খোঁজ চলছিল। জৈষ্ঠ্য পড়তেই শুরু হয়েছে হিমসাগর, ল্যাঙড়া, গোলাপখাস, আম্রপালি আমের খোঁজ। তবে যাঁদের রক্তে শর্করা বাড়তির দিকে, তাঁদের জন্যে পাকা আম বিপজ্জনক হয়ে উঠতেই পারে। তাই অনেকেরই ধারণা, পাকার চেয়ে কাঁচা আম খাওয়া চলতে পারে।

কিন্তু পুষ্টিবিদেরা বলছেন, পাকা এবং কাঁচা দু'ধরনের আমেরই পুষ্টিগুণ রয়েছে। তাই পরিমিত পরিমাণে কাঁচা আম কিংবা পাকা আম খাওয়া যেতেই পারে।

কাঁচা আম, না কি পাকা আম?

কাঁচা আমের স্বাদ টক। আর পাকা আম মিষ্টি। দু'ধরনের আমের

পুষ্টিগুণও দু'ধরনের। কাঁচা আম রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া কাঁচা আমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। যা ত্বক এবং চুলের জেল্লা ধরে রাখতেও সাহায্য করে। আবার পাকা আমের মধ্যে রয়েছে বিটা-ক্যারোটিন। এই উপাদানটি দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে। বয়সজনিত সমস্যাও রুখে দিতে পারে। তবে পাকা আমে যে হেতু শর্করার পরিমাণ বেশি, তাই রক্তে শর্করা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পাকা না কি কাঁচা, কী ধরনের আম স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল?

১. কাঁচা আমে ভিটামিন সি-এর পরিমাণ বেশি। তাই রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পাকা আমের চেয়ে কাঁচা আম খাওয়াই ভাল।

২. আবার, পাকা আমে রয়েছে বিটা-ক্যারোটিন। সে ক্ষেত্রে কাঁচার তুলনায় পাকা আম বেশি স্বাস্থ্যকর।

৩. পাকা এবং কাঁচা, দু'ধরনের আমেই ফাইবার রয়েছে। তবে কাঁচা আমে ফাইবার একটু হলেও বেশি

ভারত বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে কাজ করেছে: দাবি মির্জা ফখরুলের

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশের বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, তিস্তা নদীর জল চুক্তি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে সরকার গড়িমসি করছে। আসলে এই সরকার পুরোপুরি নতজানু সরকার। তারা কখনও জনগণের স্বার্থে পদক্ষেপ নেয় না। কারণ তারা ভারতের কাছে খুব দুর্বল। বৃহস্পতিবার ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, মওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক ফারাক্কা লংমার্চ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করে ভাসানী অনুসারী পরিষদ। মির্জা ফখরুল বলেন, স্বাধীনতার ভূমিকার জন্য অবশ্যই ভারতের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তারপরও আমরা লক্ষ্য করছি তারা সবসময় বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। তারা শুধু ফারাক্কা নয়, বাংলাদেশের ১৫৪টি নদীর জল বণ্টন নিয়ে গড়িমসি করেছে, সমস্যার সমাধান করেনি।

ভাসানী অনুসারী পরিষদের আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড় আসিফ নজরুল, অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ ড় মাহবুব উল্লাহ প্রমুখ।

দেবী সীতার জন্মস্থানেও মন্দির গড়বে বিজেপি: অমিত শাহ

সীতামরি, ১৬ মে (হি. স.) : অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবার দেবী সীতার মন্দিরও তৈরি করবে বিজেপি। বৃহস্পতিবার এক জনসভা থেকে এমনই জানালেন বিজেপি নেতা তথা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিহারের সীতামরিতে এক জনসভায় অমিত শাহ বলেন, বিজেপি ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে চিন্তিত নয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী অযোধ্যায় রামলালার মন্দির তৈরি করেছেন। এখন যে কাজটি বাকি রয়েছে তা হল মা সীতার জন্মস্থানে একটি মন্দির তৈরি করা। যারা রামমন্দির থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে, তারা এটা করতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ মা সীতার মন্দির তৈরি করতে পারে, তা একমাত্র নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি।

আমেঠিতে ভোটদান বাড়াতে সচেতনতা মিছিল

আমেঠি, ১৬ মে (হি. স.) : আগামী ২০ মে লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফায় আমেঠিতে ভোট।ভোটে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং ভোটদানের শতাংশ বাড়াতে এক সচেতনতামূলক মিছিলের আয়োজন করা হয়। প্রশাসনিক এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে একাধিক স্কুল, কলেজ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

বৃহস্পতিবার সকালে আমেঠি শহরের রামলীলা ময়দান থেকে এই মিছিল শুরু হয়। এলাকার ভোটাররা যাতে বিপুল সংখ্যায় ভোট দিতে যান, তার আবেদন করে পড়ুয়ারা। কেপিএস স্কুলের প্রিন্সিপাল বজরং বাহাদুর সিং—এর নেতৃত্বে শুরু হয় মিছিল। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ম্যানেজার রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিংও। পড়ুয়াদের হাতে প্ল্যাকার্ডগুলিতে লেখা ছিল ভোট নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক স্লোগান।

আবগারি মামলায় জামিনের আর্জি কে কবিতার, সিবিআই-কে নোটিশ দিল্লি হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.) : দিল্লি আবগারি মামলায় জামিনের আবেদন জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বরস্থ হয়েছেন বিআরএস নেত্রী কে কবিতা। কে কবিতার জামিন আর্জির প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সিবিআই-কে নোটিশ পাঠাল দিল্লি হাইকোর্ট। এই বিষয়ে ফের শুনানি হবে আগামী ২৪ মে। দিল্লি আবগারি মামলায় এই মুহূর্তে তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন কে কবিতা।

হাজতে থেকেই দিল্লি হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। আবগারি দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর মামলায় জামিনের আবেদন চেয়েছেন কে কবিতা। কে কবিতার জামিন আর্জির প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সিবিআই-কে নোটিশ পাঠিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। এ বিষয়ে ফের শুনানি হবে আগামী ২৪ মে।

ইন্ডি-র নীতি অস্পষ্ট, সহজেই ৪০০ পার এনডিএ-র: চিরাগ

পাটনা, ১৬ মে (হি. স.) : প্রায় রোজই নিয়ম করে ইন্ডি জোটকে নিশানা করে চলেছেন বিহারের লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি-রামবিলাস)-এর প্রধান চিরাগ পাসোয়ান। বৃহস্পতিবারও তার অন্যথা হল না। এদিন হাজীপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি-রামবিলাস)-এর প্রধান চিরাগ পাসোয়ান বলেন, ইন্ডি জোটের নীতিই তো স্পষ্ট নয়। ইন্ডি জোটের দলগুলি লড়ছে একে অপরের বিপক্ষে। দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়ছে আম আদমি পার্টি, পঞ্জাবেও লড়ছে একে অপরের বিরুদ্ধে। এটা যদি ভানুমতির খেল না হয়, তাহলে কী? এদের কোনও নীতি, উদ্দেশ্য কিছুই নেই। আমরা (এনডিএ) খুব সহজেই ৪০০-র লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করছি। এটাও নিশ্চিত যে আমরা ইতিমধ্যেই নির্বাচনের চার দফাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছি।"

সুনীল ছেত্রীর অবসর যেন ভারতীয় ফুটবলে বিনা মেঘে বজ্রপাত!

শান্তি রায়চৌধুরী

কলকাতা, ১৬ মে (হি. স.) : বৃহস্পতিবার ভারতীয় ফুটবলের মহানায়ক সুনীল ছেত্রী অবসর নিলেন। তার এই অবসর যেন ভারতীয় ফুটবলে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। তার এই অবসরে ভারতীয় ফুটবল প্রেমী থেকে তার প্রাক্তন সতীর্থরাও হকচকিয়ে গেছেন।

'সুনীলকে ছাড়া ভারতীয় ফুটবল ভাবা যাচ্ছে না। একদিন না একদিন সবাইকেই এই ঘোষণা করতে হয়। সুনীলও তা করেছেন। তার অবসর মেনে নিচ্ছি। তবে ভারতীয় ফুটবলের জন্য ওকে ফিরতে হবে, ভারতীয় ফুটবলের জন্য ওকে করতে হবে অনেক কাজ' বলেছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন সতীর্থ জেজে। হ্যাঁ, ভারতীয় ফুটবলে সত্যিকারের নেতাই সুনীল ছেত্রী। ভারতীয় ফুটবলে এতদিন তিনি ছিলেন মেরুদন্ডের মত। সিনিয়ার থেকে জুনিয়র সব খেলোয়াড়কেই তিনি আগলে রাখতেন। যেই ভারতীয় দলের কোচ থাক না কেন তিনি সুনীলকে পেয়ে একটা স্বস্তি বোধ করতেন। কিন্তু আগামী ৬ জুনের পর ভারতীয় ফুটবল হচ্ছে সুনীল—বিহীন। সময় এসেছে তাই অবসরের ঘোষণা জানিয়ে দিয়েছেন। মাস্টার ক্লাস খেলোয়াড়রা জানেন কখন থামতে হয়, সেটাই করে দেখালেন সুনীল।

তবে ফুটবল মাঠকে সুনীল গুডবাই জানালেও ভারতীয় ফুটবলকে কিন্তু গুডবাই জানাতে পারবেন না তিনি। অবসরের পর ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য তাকে অনেক কাজ করতে হবে, এই আশা করছেন সকলে।

ভাদোহিতে সপা ও কংগ্রেসের পক্ষে নিজেদের জামানত রক্ষা করা কঠিন : প্রধানমন্ত্রী

ভাদোহি, ১৬ মে (হি.স.) : সমাজবাদী ও কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের ভাদোহির নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভাদোহিতে সপা ও কংগ্রেসের পক্ষে নিজেদের জামানত রক্ষা করা কঠিন।

তাই তাঁরা এখানে একটি রাজনৈতিক পরীক্ষা করছেন। তাঁরা তৃণমূলের বাংলার রাজনীতির পরীক্ষা করতে চায়। তৃণমূলের রাজনীতি মানে ""তোষণের বিষাক্ত তীর""... মনীশ শুক্লার মতো অনেক বিজেপি নেতা সেখানে নিহত হন এবং টিএমসি-র বিধায়করা বলেছেন ""হিন্দুওঁ কো গঙ্গা মে ডুবো কার মার দেঙ্গে""। সপা উত্তর প্রদেশকে এই দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আমরা ভোকাল ফর লোকালের জন্য সোচ্চার, এক জেলা এক পণ্যের জন্য সব কিছু চেষ্টা করছি। সপা সরকারে এটি ছিল ""এক জেলা এক মাফিয়া""... যেহেতু যোগীজি ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন সমগ্র পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে।'

বেধড়ক মার খেল পুলিশকর্মীর দল, মাথা ফেটে রক্তাক্ত এএসআই

বীরভূম, ১৬ মে (হি স) : অশান্তি থামাতে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীর হাতে বেধড়ক মার খেয়ে ফিরল ৮-১০ জন পুলিশকর্মীর একটি দল। মাথা ফেটে রক্তাক্ত হলেন পুলিশের এএসআই। গুরুতর জখম হলেন পুলিশের তিন আধিকারিক-সহ দলের প্রায় প্রত্যেকেই।

বৃহস্পতিবার এই ঘটনা ঘটে বীরভূমের মল্লারপুর থানার বাজিতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাথাই গ্রামে। গ্রামবাসীদের আক্রমণের মুখ থেকে কোনও মতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। পরে সোজা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তাঁদের। জখম এএসআইয়ের মাথায় ২৮টি সেলাই পড়ে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখা যায় অন্য পুলিশকর্মীদেরও। ঘটনার শুরু বৃহস্পতিবার সকালে। পাথাই গ্রামে ত্রিকোণ প্রেমের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তি এবং উত্তেজনার খবর আসে মল্লারপুর থানায়। দ্রুত পুলিশবাহিনী পৌঁছয় সেখানে। স্থানীয়দের বক্তব্য শোনার পর পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করতে গেলেই অশান্তি বাড়ে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে পুলিশের। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা লাঠি হাতে চড়াও হন পুলিশবাহিনীর উপর। সেই ঘটনায় গুরুতর জখম পুলিশের তিন আধিকারিক-সহ ৮-১০ জনের পুলিশবাহিনী।

সন্দেশখালিতে অভিযোগ প্রত্যাহারে প্রতিবাদীর উপর হামলার অভিযোগ

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ মে (হি.স.) : সন্দেশখালিতে অভিযোগ প্রত্যাহারে প্রতিবাদীর উপর বুধবার রাতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। এক সিভিক ভলান্টিয়ারের স্ত্রীকে অপহরণ করে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠছে। মুখ চেপে ধরে মহিলাকে তিন দুষ্কৃতী তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে দাবি।

সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ দায়ের করে এমনই দাবি করেছেন প্রতিবাদী। বিজেপি নেত্রী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়ালের কাছে অভিযোগ জানানোর পরই হামলা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে সন্দেশখালিতে। শাসকদল তৃণমূল যদিও অভিযোগের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। নির্য্যাতনের অভিযোগ তুলে নিতে লাগাতার চাপ দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ সামনে এসেছে এই ঘটনায়। অভিযোগকারিণীর দাবি, কুকুরের ডাক শুনে বুধবার রাতে বাড়ির বাইরে বার হতেই তাঁর উপর হামলা চালায় তিন দুষ্কৃতী। মুখে কাপড় ঢুকিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে মুখে কাপড় বাঁধা ওই তিন দুষ্কৃতীর দল। টেনে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয় তাঁকে। এর পর ধর্ষণের চেষ্টা হয় বলে দাবি করেছেন তিনি। তৃণমূল নেতা দিলীপ মল্লিককে ফোন করে তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানতেও চায় দুষ্কৃতীরা, দাবি অভিযোগকারিণীর। অভিযোগকারিণীর দাবি, তাঁর চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন, তাতেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীরা তাঁকে পুকুর পাড়ে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করতে যান বিজেপি নেত্রী রেখা পাত্র। সেখানে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়ালও। প্রিয়ঙ্কার দাবি, "শেখ শাহজাহানকে নির্দোষ প্রমাণ করতে তৃণমূলের গুন্ডারা হুমকি দিচ্ছে"। এর পাল্টা বিজেপি বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে দাবি করেছে তৃণমূল।

মোদীর গ্যারান্টি বলতে কী বোঝায় তার প্রকৃত উদাহরণ হল সিএএ আইন : প্রধানমন্ত্রী

লালগঞ্জ, ১৬ মে (হি.স.): মোদীর গ্যারান্টি বলতে কী বোঝায় তার প্রকৃত উদাহরণ হল সিএএ আইন। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের লালগঞ্জ-এর নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'গতকালই সিএএ আইনে শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এরা সেই মানুষ যারা আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে শরণার্থী হয়ে বসবাস করে আসছেন, এরা সেই মানুষ যারা ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের শিকার হয়েছিলেন।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'ইন্ডি জোটের লোকজন বলছে, মোদী সিএএ এনেছে, যেদিন মোদী যাবে, এই সিএএও যাবে। দেশের মানুষ জেনে গিয়েছে, এটা ভোটব্যাংকের রাজনীতি খেলে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মারামারি করানো।""""" মোদী বলেছেন, সাত দশক ধরে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে দেশকে সংগ্রাম করতে বাধ্য করেছিল কংগ্রেস।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, মোদী কাশ্মীরে শান্তির নিশ্চয়তা দিয়েছে। ৩৭০-এর দেওয়াল ভেঙে দিয়েছে মোদী। আগে যখনই নির্বাচন আসত, হরতাল হত, সন্ত্রাসীরা হুমকি দিত, কিন্তু এবার শ্রীনগরে আগের বহু নির্বাচনের রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে।

ধূপধরায় স্করপিও নিয়ে গরু চুরি করতে এসে জনতার হাতে ধৃত তিন, গণপিটুনিতে হত এক

গোয়ালপাড়া (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত ধূপধরায় এএস ০১ এজেড ৪১৭৭ নম্বরের চার চাকার স্করপিও গাড়ি নিয়ে গরু চুরি করতে এসে জনতার হাতে ধরা পড়েছে তিন স্মার্ট চোর। উত্তেজিত জনতার মারে এক চোরের মৃত্যুর পাশাপাশি দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহত গরুচোরকে মহর উদ্দিন আলি বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনাটি আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ধূপধরা থানার অধীন অম্বুক হাকোজুলি গ্রামে সংঘটিত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ধূপধরা থানার অধীন অম্বুক হাকোজুলি গ্রামের বাসিন্দা জনৈক লক্ষ্মণ রাভার গোয়ালঘরে গরু চুরি করতে গিয়েছিল তিন চোর। লক্ষ্মণ রাভার গোয়ালঘর থেকে চোরের দল একটি ষাঁড় গরু চুরি করে স্করপিও গাড়িতে যখন তোলার চেষ্টা করছিল, তখন জনতার দৃষ্টিতে ঘটনাটি ধরা পড়ে। জনতা দেখে চোরের দল পালানোর চেষ্টা করলে তাদের পিছু ধাওয়া করেন গ্রামের জনতা। তাড়া খেয়ে স্করপিওটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়।

গাড়ি ছেড়ে চালক শরিফুল আলি দৌড়ে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে তিন গরু চোরকে পাকড়াও করেন জনতা। তাদের ধরে মারধর করা হয়। গণপ্রহারে একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি গুরুতরভাবে আহত হয় দুই চোর। ইত্যবসরে খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ। তারা আহত দুই গরু চোরকে উদ্ধার করে ধূপধরার বিকালি আদর্শ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করিয়েছে। আহত দুই গরু চোরকে কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার অন্তর্গত বকো থানাধীন জামবাড়ির সফিকুল আলি এবং বোকোর তামোলদি গ্রামের আইনুল হক বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

সুপ্রিম কোর্ট রাশ টানল ইডির ক্ষমতায়

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি. স.) : লোকসভা ভোটপর্বের মাঝেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি 'এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট' (ইডি)-র ক্ষমতায় রাশ টানল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, বিশেষ আদালতে বিচারাধীন 'বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন' (পিএমএলএ) মামলার ১৯ নম্বর ধারায় (অর্থ নয়ছয়) অভিযুক্তকে ইডি গ্রেফতার করতে পারবে না। ইডি যদি তেমন কোনও অভিযুক্তকে হেফাজতে রাখতে চায়, তা হলে সংশ্লিষ্ট বিশেষ আদালতে আবেদন করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ বৃহস্পতিবার নির্দেশ ঘোষণা করে বলেছে, "যদি এক জন অভিযুক্ত সমনে সাড়া দিয়ে আদালতে হাজির হন, তবে তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য ইডিকে সংশ্লিষ্ট আদালতেই আবেদন করতে হবে। আদালতের অনুমতি ছাড়া হাজিরা দেওয়া অভিযুক্তকে হেফাজতে নিতে পারবে না ইডি।"

সেই সঙ্গে দুই বিচারপতির বেঞ্চের তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ "পিএমএলএ মামলায় অভিযুক্ত যদি সমন মেনে আদালতে হাজিরা দেন, তবে তাঁর আলাদা ভাবে জামিনের আবেদন করার কোনও প্রয়োজন নেই।" এ ক্ষেত্রে পিএমএলএ-র ৪৫ নম্বর ধারার জোড়া শর্ত কার্যকরী হবে না বলেও বৃহস্পতিবার জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু নিষ্পাপ শিশুর

হলদওয়ানি, ১৬ মে (হি.স.) : পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় এক নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার পর পিকআপ ভ্যানের চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্যরা পিকআপ ভ্যানের চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়।

উত্তরাখণ্ডের তিনপানী বাইপাসের গোজাজালি বিচুলির কাছে একটি বস্তিতে বসবাসকারী সন্দীপের ছেলে ২.৫ বছরের গণেশের পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থল থেকে চালক পলাতক। এরপর ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্যরা পিকআপ ভ্যানটি ভাংচুর করে বিক্ষোভ দেখায় এবং চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায়। খবর পেয়ে সিও সিটি নিতিন লোহানি, কোতোয়াল হলদওয়ানি উমেশ মালিক তাঁর অধীনস্থ পুলিশকর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যদের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে শান্ত করেন।

ভোটের আগে কলকাতায় বিভিন্ন স্থানে আয়কর হানা, উদ্ধার বিপুল অর্থ

কলকাতা, ১৬ মে (হি স) : কলকাতায় ফের আয়কর হানা। উদ্ধার বিপুল নগদ। বুধবার রাত থেকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার সকালে তিনটি বিজ্ঞাপন সংস্থার অফিস ও বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় হিসাব বর্হিভূত টাকা। জানা গিয়েছে, আয়কর আধিকারিকের সঙ্গে ছিলেন ইডির কর্তারাও।

শহরের ৩টি বিজ্ঞাপন সংস্থায় অভিযান চালিয়ে বিপুল টাকা উদ্ধার করে আয়কর দফতর। এসপ্ল্যানেড চত্বরের ওই বিজ্ঞাপন সংস্থার অফিসে তল্লাশি চালিয়ে ৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়।

এছাড়াও বাকি দুটি সংস্থায় তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে ৫০ লক্ষ। একসঙ্গে ১২টি জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে আয়কর দফতরের আধিকারিকরা।

প্রসঙ্গত, মাস খানেক আগেই কলকাতার এক নামী ছাতু ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালায় আয়কর আধিকারিকরা। উদ্ধার হয় বিপুল টাকা। চেতলার ওই ছাতু প্রস্তুতকারী সংস্থার অফিসে দুদিন ধরে তল্লাশি চালিয়েছিল আয়কর দফতর। উদ্ধার হয়েছিল ৫৮ লক্ষ টাকা। আয়কর দফতর সূত্রে জানা গিয়েছিল আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ ছিল ওই সংস্থার বিরুদ্ধে।

লোকসভা নির্বাচন চলায় দেশে জারি রয়েছে আর্দশ আচরণ বিধি। বড় টাকার লেনদেনের উপর নজর রেখেছে নির্বাচন কমিশনও। একাধিক নেতার গাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। পঞ্চম দফার ভোটের আগে বিপুল নগদ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

'গদ্দারদের জায়গা', মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে তোপ দেগে ভিডিও ভাগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৬ মে (হি. স.) : "মেদিনীপুরের কাঁথিতে ছিল, গদ্দারদের জায়গায়। আমাদের পুলিশ দু'ঘন্টার মধ্যে ধরে দিয়েছে"।

সভামঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক এই মন্তব্যের ভিডিও যুক্ত করে বৃহস্পতিবার তাঁর কাঁথি সফরের প্রাক্কালে হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এরপর শুভেন্দুবাবু এর জবাব দিয়েছেন একটি সভামঞ্চে। তিনি প্রশ্ন করেছেন, "মেদিনীপুরের গদ্দার? মেদিনীপুরে আপনারা সকলে গদ্দার? এই মমতা ব্যানার্জীর মানসিকতা হচ্ছে কালীঘাটের পুতিগন্ধময় নালার পাশে থাকলে যা হয়, তাই। আরে মেদিনীপুরে গদ্দার জন্মায় না! মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর জন্মায়, বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টা। জন্মায় বিস্ময়বালক ক্ষুদিরাম বসু জন্মগ্রহণ করে।"

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের ৪০ সেকেন্ডের ভিডিওর সঙ্গে নিজের বক্তৃতার ২ মিনিট ২৭ সেকেন্ডের ভিডিও যুক্ত করে এক্স হ্যান্ডলে ভাগ করেছেন শুভেন্দুবাবু।

এই সঙ্গে লিখেছেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান মেদিনীপুরের পবিত্র ভূমি তে পদার্পণ করার আগে স্মরণে রাখা উচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী, শহিদ, বিপ্লবী, সমাজ সংস্কারক, বিশিষ্ট লেখক, শিল্পী, প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ মহান ব্যক্তিত্বদের জন্মভূমি ও কর্মভূমি হলো মেদিনীপুর।

শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, "এখানকার বাসিন্দাদের পুঁজি হলো স্বাভিমান ও আত্মমর্যাদা। যারা এই কথা ভুলে, এই পবিত্র ভূমির উদ্দেশ্যে কু"কথা বলতে দ্বিধা করেন না, তাদের জন্য এখানকার লোকেদের মনে কোনো স্থান নেই।"

মণিপুরে বন্দুকের মুখে অপহৃত দুই যুবকের একজনকে নৃশংসভাবে হত্যা, অপরজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

ইমফল, ১৬ মে (হি.স.) : মণিপুরে দুই যুবককে বন্দুকের মুখে অপহরণ করে নৃশংসভাবে মারধর করেছে অজ্ঞাতপরিচয় কতিপয় দুষ্কৃতী। থউবাল জেলার অন্তর্গত লিলং আওয়াং লেইকাইয়ে সংগঠিত হামলা ও অপহৃতদের মধ্যে আহত একজনের মৃত্যু হয়েছে। অপর গুরুতর আহত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আজ বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে। সূত্রের খবর, গতকাল বুধবার বিকাল প্রায় পাঁচটা নাগাদ থউবাল জেলার অন্তর্গত লিলং আওয়াং লেইকাইয়ে অজ্ঞাতপরিচয় কতিপয় দুষ্কৃতী গুলি হামলা চালায়। এক সময় বন্দুকের মুখে মহম্মদ জহির খান ওরফে আতোম্বা (২৩) এবং মহম্মদ ফরিদ খান ওরফে বয়চা (২০)-কে অপহরণ করে একটি চার চাকার গাড়িতে তুলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। আজ ভোরের দিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অপহৃত দুই যুবককে উদ্ধার করা হয়। তাদের শরীরে অসংখ্য নৃশংস হামলার চিহ্ন রয়েছে। উভয়কে থউবাল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার মহম্মদ জহির খানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এছাড়া এ ঘটনায় গুরুতর আহত ফরিদ খানকে রাজ মেডিসিটিতে নিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। এদিকে হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি (জেএসি) নামের বেসরকারি সংগঠন সোচ্চার হয়েছে। তারা দুষ্কৃতীদের ধরতে সরকারকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছে। জঘন্য অপরাধের প্রতিবাদে, কেইবুং মায়াই লেইকাই-এ অবস্থান বিক্ষোভ সংগঠিত করছেন জেএসি-র কর্মকর্তা ও সদস্যরা। বিক্ষোভকারীরা দোষীদের শীঘ্র গ্রেফতার করতে এবং মহম্মদ ফরিদ খানের চিকিৎসার জন্য সহায়তা প্রদান করতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। বিক্ষোভস্থলে দাঁড়িতে জেএসি আহ্বায়ক মহম্মদ সহিদ খান অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের ভয়ংকর ঘটনার বিবরণ শুনিয়েছেন। তিনি জানান, কোনও এক ঘটনা সম্পর্কে অপহরণকারীরা মঙ্গলবার রাতে জহির খান ও ফরিদ খানের বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। গতকাল বুধবার সকালে তারা ওই ঘটনার ওপর আলোচনা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বিকালে তারা এসে জহির ও ফরিদকে বন্দুকের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি তারা, দুজনকে মেরে ফেলতে নৃশংসভাবে মারধর করেছে। একজন ফরিদের আপাতত প্রাণরক্ষা হলেও, শেষ রক্ষা হবে কিনা সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন জেএসি আহ্বায়ক মহম্মদ সহিদ খান।

তিরুমালা থেকে ফেরার পথে গাড়িতে আগুন, প্রাণে বাঁচলেন যাত্রীরা

তিরুপতি, ১৬ মে (হি. স.) : চলন্ত গাড়িতে হঠাৎ আগুন। যার জেরে অর্ধেকের বেশি পুড়ে যায় যাত্রীবাহী ওই গাড়িটি। বৃহস্পতিবার সাতসকালে ঘটনাটি ঘটেছে তিরুপতিতে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে তিরুমালা থেকে কয়েকজন দর্শনার্থীদের নিয়ে ফিরছিল একটি গাড়ি। সেই সময় আচমকাই আগুন লাগে গাড়িতে। আতঙ্কিত হয়ে দর্শনার্থীরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। সাহায্য করেন গাড়ির চালক। এরপর ঘটনাস্থলে দমকলবাহিনী এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। যদিও হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে এই অগ্নিকাণ্ডের কারণে ওই এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে।

চোর

● আটের পাতার পর

ঘুরে এসে দেখে আমলারির বাইরে ওই আমলারীর ভেতরের বিভিন্ন জিনিস পরে আছে। তখনই হাউমাউ করে চিৎকার দিতে থাকেন ওই মহিলা। মহিলা চিৎকার শুনে প্রতিবেশী অন্যান্য লোকজন আসে।এই বিষয়টি নিয়ে তিনি যাত্রাপুর থানায় অভিযোগ জানান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আদৌ এই মহিলার স্বর্ণালংকার এবং নগদ টাকার সন্ধান পাওয়া যাবে কিনা তা হয়তো সময়ে বলবে। সাম্প্রতিক এই জাতীয় ঘটনা অত্যন্ত বিরল সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত যাত্রাপুর থানা এলাকায় উত্তর মহেশপুর গ্রামে।

তীব্র নিশানা মোদীর

● আটের পাতার পর

ছিলেন, কিন্তু মোদী কাশ্মীরে শান্তির গ্যারান্টি দিয়েছিলেন এবং মোদী ৩৭০-এর দেওয়াল ভেঙে এই গ্যারান্টি পূরণ করেছেন। আগে কাশ্মীরে নির্বাচনের সময় হরতাল হত, যারা ভোট দিতেন তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত, কিন্তু এবার ভোটের রেকর্ড ভেঙেছে শ্রীনগরে। যার শিরা-উপশিরায় দেশ সর্বাগ্রে-এর সংকল্প প্রবাহিত হয় তিনিই এ ধরনের কাজ করতে পারেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জৈনপুর এমন একটি জেলা যা দেশকে আইএএস এবং আইপিএস সরবরাহ করে। এনডিএ সরকার পরীক্ষা প্রক্রিয়াকে নতুন ও স্বচ্ছ করতে ব্যস্ত। এর আগে, কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি নিয়োগে ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হত, কিন্তু মোদী সাক্ষাতকারের প্রক্রিয়াটি শেষ করেছে, যাতে যুবকরা অপ্রয়োজনীয় সমস্যার মুখোমুখি না হয় এবং তারা স্বচ্ছতার সাথে নির্বাচিত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতিতেও বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, এখন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল পড়াশোনাও করা যাবে নিজের ভাষায়।

সম্ভব নয় ঃ মোদী

● প্রথম পাতার পর

এই পরিবর্তন, এই সাফল্য মোদীর জন্য হয়নি... আপনাদের একটি ভোটের জন্য, এটাই আপনাদের ভোটের শক্তি।' তাই এখন সারা দেশ বলছে- এই সরকারের তৃতীয় মেয়াদ... আরও শক্তিশালী হবে।'

মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

সাথে পুলিশকে ঘটনাটি জানিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশি তদন্তে পরিবারের সদস্যরা মঙ্গলহন চাকমা বলে সনাক্ত করেছেন। আত্মহত্যা না কি খুন তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।আপাতত পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ইউ - র

● প্রথম পাতার পর

ধুঁকছে। তাছাড়া, বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। কার্যত বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিভীষিকা হয়ে এই ব্যবস্থা এসেছে। পাশাপাশি, সিবিএসই বোর্ড বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের পঠনপাঠনের প্রক্রিয়াও ভালোভাবে জানে না।

দপ্তর

● প্রথম পাতার পর

পড়েছে। এক প্রেস বিবৃতিতে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দিনের বেলা আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও তীব্র তাপপ্রবাহ থাকবে। আজ বৃহস্পতিবার অসমের বিভিন্ন জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

তাপপ্রবাহের প্রভাব অসমের বাণিজ্য ক্ষেত্রে পড়েছে। এছাড়া নাগরিকদের নিত্যদিনের কাজকর্ম এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়কে প্রভাবিত করেছে তীব্র তাপপ্রবাহ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাথর ভর্তি ব্যাগ নিয়ে থানায় মহিলারা

জলপাইগুড়ি, ১৬ মে (হি. স.) : বুধবার দুপুরে আচমকা থানার সামনে এক অভিনব ছবি দেখা যায়। এক ব্যাগ ভর্তি পাথর নিয়ে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার দ্বারস্থ হন কিছু মহিলা। বস্তার ভিতরে বড় বড় পাথর ।জানা গেল, তাঁরা জলপাইগুড়ির বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। সন্ধে নামলেই যেন তাঁদের বাড়ির চারপাশে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে ঘনাতেই শুরু হয় 'পাথর বৃষ্টি', অভিযোগ তেমনই।

থানায় আসা এক মহিলার বক্তব্য, সন্ধে থেকে শুরু হয়ে ভোর পর্যন্ত চলে এই 'পাথর বৃষ্টি'। তিনি জানান, 'সন্ধে সাতটা-সাড়ে সাতটা থেকে শুরু হয়। প্রায় দেড়টা-দুটো পর্যন্ত চলে। মাঝে দুই-এক ঘণ্টা বন্ধ থাকে। তারপর রাত তিনটে থেকে ভোর পর্যন্ত আবার চলে।' তাঁদের কথায়, সারাদিন কিছু হয় না, সন্ধে ঘনালেই এটা শুরু হয়। রাত যত বাড়ে, তত পাথর বর্ষণের বহরও বাড়ে বলে অভিযোগ। কোথা থেকে এত পাথর আসছে, কারা ছুড়ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা। এমন অবস্থায় তাই গ্রামের চারটি বাড়ির মহিলারা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। মহিলারা জানান, শনিবার সন্ধে থেকে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তাঁরা। ভয়ের চোটে এই গরমের মধ্যেও দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে। এখন কী করবেন, তা বুঝে উঠতে না পেরে পুলিশের কাছে ছুটে এসেছেন তাঁরা। তাঁরা চান, এর একটা বিহিত হোক। প্রতিকার চেয়ে তাই ব্যাগ ভর্তি পাথর নিয়ে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় আসেন চার মহিলা। লিখিত অভিযোগ জানান থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

থ্যালাসেমিয়াকে হার মানিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে নজর কাড়া সাফল্য কোয়েলের

বাঁকুড়া, ১৫ মে (হি. স.) : দুরারোগ্য থ্যালাসেমিয়াকে হার মানিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে ৯১শতাংশ নম্বর পেয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কোয়েল কাইতি। বাঁকুড়া শহরের কমরার মাঠ এলাকার বাসিন্দা কোয়েলের এই সাফল্যে তার বাবা মা শুধু নয় পাড়া প্রতিবেশী থেকে শুরু করে কোয়েলের জীবনযুদ্ধের সহযোদ্ধা ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সকলে খুশী।শুধু খুশী বললে হয়ত ভুল বলা হবে বলা যায় থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছে কোয়েল একটা অনুপ্রেরণা। কোয়েলের বাবা মা জানান খুব ছোটবেলায় থ্যালাসেমিয়া ধরা পড়ার পর থেকেই চিকিৎসা শুরু হয়।নির্দিষ্ট সময় অন্তর রক্ত দেওয়া চলতে থাকে।সামান্য গ্যাস ওভেন ইত্যাদির রিপেয়ারিং এর কাজ করে সংসার চালানোর পাশাপাশি মেয়ের চিকিৎসা চালানো দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।সেই সময় থেকেই তাদের পাশে দাঁড়ায় ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি। কিন্তু শারীরিক সমস্যা আমাদের চিন্তায় ফেলে দেয়।কিন্তু ছোটবেলা থেকেই কোয়েল সাহসের সাথে এগিয়ে যেতে থাকে।সে ছিল অদম্য।পড়াশোনা তেও সে ছিল সমান আগ্রহী।

কোয়েল জানায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দুদিন আগেই তাকে রক্ত নিতে হয়েছে।অনেক সময় অসুবিধা দেখা দিলেও সব মানিয়ে নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। এবার উচ্চ মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর-৪৫৩।বাংলা বাদ দিয়ে প্রতিটি বিষয়ে নব্বই শতাংশ এর বেশী নম্বর পেয়েছে সে।ভবিষ্যতে ভালো শিক্ষিকা হতে ইচ্ছুক কোয়েল এখন থেকেই উচ্চ শিক্ষায় মনোনিবেশ করেছে।ইংরেজি অনার্স নিয়ে সে পড়াশোনা করতে চায়। তার এই সাফল্যের পিছনে কি রহস্য রয়েছে প্রশ্নের উত্তরে সে বলে বাবা মায়ের আকাঙ্ক্ষা তার প্রেরনা।সে চায় সমাজ থেকে থ্যালাসেমিয়া দূর হোক।থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে সে আন্দোলনে সামিল হতে চায়।সে বলে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে প্রতিটি মানুষের কাছে আবেদন জানাবো বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়ার বাহক কি না তা পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন।বাবা মা এর মধ্যে দুজনই যদি থ্যালাসেমিয়া র বাহক হন তবে তাদের সন্তানের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।এই বার্তা দিতে সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও হাজির হয়। বাঁকুড়া ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সম্পাদক বিপ্রদাস মিদ্যা কোয়েলের সাফল্যে খুশী।তিনি বলেন কোয়েল একটা অনুপ্রেরণা।ওর এই সাফল্য থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু দের মনে সাহস যোগাবে।

ঝাড়গ্রামের আবারও শেষ মুহুর্তের প্রচারে বিজেপি

ঝাড়্গাম, ১৬মে (হি: স) : গত লোকসভা ভোটে শেষ মুহুর্তে প্রচারে এসে ঝাড়্গাম লোকসভা আসনটি শাসক দলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল বিজেপির প্রার্থী কুনার হেমরম। এবার আবারও শেষ মুহুর্তের প্রচারে আসছেন তিনি। ২০ মে ঝাড়গ্রাম শহরের ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামেই তাঁর জনসভা করার কথা। যদিও এদিন দুপুর পর্যন্ত কোন জায়গায় সভা হবে তা নিশ্চিত হয়নি। হলিপ্যাড নিয়ে সমস্যার কারনে এখনো নিশ্চিত হয়নি স্থান। ঝাড়গ্রাম শহরের রাজ কলেজ সংলগ্ন যে হেলিপ্যাড রয়েছে সেখানে একটির বেশি চপার নামতে পারে না। সেক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীর তিনটি চপার নামবে। আর এই হেলিপ্যাড সংক্রান্ত সমস্যার কারনেই জনসভার স্থান নিশ্চিত করতে সমস্যা হচ্ছে।

তবে জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে কয়েক দিনের মধ্যেই হলিপ্যাড হয়ে যাবে। বিজেপি নেতৃত্ব চাইছে শহরের ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামেই সভা হোক। আর সেই প্রশাসনিক স্তরে কথাবার্তা চলছে বলে বিজেপি দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে বিকল্প জায়গা হিসেবে জামবনি ফুটবল মাঠের কথা মথায় রাখা হয়েছে। আর সেই জন্য এদিন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সুখময় শতপথি, প্রার্থী প্রণৎ টুডু সহ বিভিন্ন জেলা নেতৃত্বে জামবনি ফুটবল মাঠটি পরিদর্শন করে এসেছেন। জানা গিয়েছে ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক ধরতে পারে। তাই বিজেপির পক্ষ থেকে জানান হয়েছে নরেন্দ্র মোদির সভা স্থল জন সমুদ্রে পরিণত হবে। উল্লেখ্য এবার ঝাড়গ্রাম আসনের বিজেপি প্রার্থী প্রণৎ টুডু অনেকটাই দেরিতে প্রচার শুরু করেছিলেন। বিজেপির অন্দরে অভিযোগ রয়েছে এখনো বিভিন্ন বিধান সভার অধীন ব্লকের বুথে বুথে দলীয় পতাকা পৌঁছনি,বিভিন্ন মন্ডল গুলিতে বৈঠকও হয় নি।গত লোকসভা নির্বাচনে মাত্র এগারো হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিল তাদের প্রার্থী। এবার সেই আসন ধরে রাখতে মোদী ম্যাজিকেই ভর করতে চায় বিজেপি নেতৃত্ব। রাজ্য বিজেপির সদস্য সুখময় শতপথি বলেন ' ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর সভা করার কথা আছে। বিকল্প হিসেবে জামবনি ফুটবল মাঠের কথা ভাবা হয়েছে।

খুন পিতা

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এদিকে, ফরেনসিক টিম, ফিঙ্গার প্রিন্ট টিম সহ ডগ স্কোয়ার্ড ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

মৃত হরিবল বিশ্বাসের পিতা অনাথ বিশ্বাস সহ এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, হরিবোল বিশ্বাসের স্ত্রী এবং তার সন্তান সুমন বিশ্বাস তাঁকে খুন করে। পরবর্তী সময়ে বাড়ি থেকে তাঁরা পালিয়ে গিয়েছে। আগের থেকেই এই বাড়িতে একা হরিবল বিশ্বাস বসবাস করতেন এবং তাঁর বিশ্বাসের স্ত্রী অল্পনা বিশ্বাস আগরতলায় ভাড়া থাকতেন। মাস দুইয়েক আগে হরিবল বিশ্বাসের বাড়িতে আসেন তাঁর স্ত্রী। এরপর থেকে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝগড়া লেগে থাকত। গতকাল রাতে ছেলের বাইকের কিস্তির টাকা দিতে না পারায় স্ত্রী ও সন্তান মাইল বাবাকে খুন করেছেন।

এ বিষয়ে লেম্বুছড়া পুলিশ ফাঁড়ির ওসি মৃণাল পাল বলেন, আজ সকালে নিজ বাড়ি থেকে হরিবল বিশ্বাসের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ওই ঘটনায় মা ও ছেলেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

করিমগঞ্জে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ জাতীয় ডেঙ্গু দিবস পালন

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : 'সমাজের সাথে সংযোগ করুন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করুন' ভাবনায় আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় ডেঙ্গু দিবস পালন করেছে করিমগঞ্জ জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। ডেঙ্গু জ্বরের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণের যোগদান বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্য নিয়ে এই দিবস পালন করা হয়। এদিনের কার্যসূচি করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল থেকে একটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হয়।

স্বাস্থ্য যুগ্ম—অধিকর্তা ডা. সুমনা নাইডিং, সহকারী আয়ুক্ত রংবামন তেরন, অতিরিক্ত মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য আধিকারিক (পরিবার কল্যাণ) ডা. মতীন্দ্র সূত্রধর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে পতাকা নেড়ে এর সূচনা করা হয়। এতে ডিস্ট্রিক্ট মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী, দেবজিৎ দে, এনভিবিডিসিপি পরামর্শদাতা এল প্রকাশ সিংহ, ডিপিসি, সুমিত রায়, এপিডেমিওলজিস্ট এবং অমিত ভুইয়াঁ, ডেটা ম্যানেজার (আইডিএসপি) প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রায় করিমগঞ্জ আইন মহাবিদ্যালয় এবং জিএনএম ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারীরা ব্যানার সহ ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সম্পর্কে বার্তা ছড়িয়ে শহরের মধ্য দিয়ে মিছিল করেন। শোভাযাত্রা শেষে করিমগঞ্জ আইন মহাবিদ্যালয়ে এক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনসাধারণকে ডেঙ্গুর লক্ষণ, সংক্রমণ এবং মশার বংশবৃদ্ধি রোধে নেওয়া যেতে পারে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত করার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়।

এতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখা এবং জলের স্থির উৎস নির্মূল করা সম্পর্কে জানানো হয়। সভায় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শিখতে এবং রোগ সম্পর্কে তাদের সন্দেহ স্পষ্ট করতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয়ভাবে কার্যসূচি ছাড়াও, জাতীয় ডেঙ্গু দিবসের কার্য সচিত্র তৃণমূল স্তরে পালিত হয়েছে, যেখানে জেলা জুড়ে বিভিন্ন আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে সকাল ১০টায় ১০ মিনিটের জন্য 'শুষ্ক দিবস' পালন করা হয়।

করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের আবেদন, এই উদ্যোগ মশার বংশবৃদ্ধি রোধে জল সংরক্ষণের পাত্র পরিষ্কার রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এতে সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অঙ্গীকার করেন। করিমগঞ্জের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ডেঙ্গু জ্বর সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিবেদিত, জনগণের অংশগ্রহণ এবং সক্রিয় পদক্ষেপের মাধ্যমে এই প্রতিরোধযোগ্য রোগের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা যাবে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ আশাবাদী।

রেজ্জাক মোল্লার বাড়ি গিয়ে আশীর্বাদ নিলেন জয়নগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক কাণ্ডারী

বারুইপুর, ১৬ মে (হি. স.) : রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল বিধায়ক রেজ্জাক মোল্লার বাড়ি গিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে এলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক কাণ্ডারী। পাশাপাশি প্রবীণ নেতার স্বাস্থ্যপরীক্ষাও করেন চিকিৎসক প্রার্থী। বৃহস্পতিবার দুপুরে রেজ্জাক মোল্লার বাড়িতে উপস্থিত হন জয়নগর কেন্দ্রের এই প্রার্থী।ভাঙড়ের দুর্গাপুর গ্রামে রেজ্জাক মোল্লার বাড়ি। সেখানে গিয়ে অসুস্থ প্রাক্তন মন্ত্রীর পরীক্ষা করেন অশোক কাণ্ডারী। রেজ্জাক মোল্লাও প্রার্থীকে আশীর্বাদ করেন। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ বাম আমলের দাপুটে নেতা, পরবর্তীতে তৃণমূলে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হওয়া আবদুর রেজ্জাক মোল্লা। নিয়মিত তাঁকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চলতে হয়। কিন্তু এখন আর দলের কেউই তাঁর খবর নেন না বলে আক্ষেপ করেন রেজ্জাক মোল্লা। তবে বিজেপি প্রার্থী তাঁর কাছে আশীর্বাদ চাইতে যাওয়ায় যথেষ্ট খুশি প্রবীণ নেতা। বৃহস্পতিবার অনেকক্ষণ দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়। বিজেপি প্রার্থী অশোক কাণ্ডারীকে তিনি এও বলেন, ''''আমার আশীর্বাদ থাকলে হবে না। এলাকায় সাংগঠনিকভাবে যথেষ্ট মজবুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস।''''

জয়নগরের বিজেপি প্রার্থী অশোক কাণ্ডারী নিজে চিকিৎসক। তাই বৃহস্পতিবার তিনি রেজ্জাক মোল্লার সঙ্গে দেখা করার পর পালসরেট, প্রেশার সবই চেক করে দেন। এনিয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেন, ''''ওঁর শরীরের অবস্থা ভালো নয়। তাই দেখতে এসেছিলাম। সঙ্গে আশীর্বাদও নিলাম। এটা একেবারেই সৌজন্য সাক্ষাৎকার। রাজনীতির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই।''

জাতীয় ডেঙ্গু ডে উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

হাফলং (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় প্রতি বছর প্রচুর মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হন। মশার কামড় থেকেই ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে প্রয়োজন সচেতনতা। গত বছর ডিমা হাসাও জেলায় মোট ৮৬২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তথ্য জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের। তাই ডেঙ্গু নিয়ে সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। একমাত্র সচেতনতাই ডেঙ্গু থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে আজ বৃহস্পতিবার হাফলঙে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তার কার্যালয়ে জাতীয় ডেঙ্গু ডে-র সঙ্গে সংগতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দুলেশ্বর গগৈ, সিএমওডিসি ডা. পবনকুমার গাঞ্জু, জেলা ম্যালেরিয়া পরামর্শদাতা দেবজিৎ শইকিয়া, এনএইচম-এর মিডিয়া এক্সপার্ট জন আও, এএনএম সহ আশা কর্মীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। জাতীয় ভিক্টর বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ আরবান স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় ডেঙ্গু দিবসে ডা. পবনকুমার গাঞ্জু বলেন ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে ডিমা হাসাও জেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি একান্ত জরুরি। এই রোগ মশার কামড়ে ছড়ায়। ডেঙ্গু হচ্ছে ভাইরাল রোগ। তিনি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রেখে বলেন, বর্তমানে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে পাহাড়ি এই জেলার স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে। ডা. পবনকুমার গাঞ্জু এএনএম ও আশা কর্মীদের ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলার অনুরোধ জানান।স্বাস্থ্য যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দুলেশ্বর গগৈ জানান, গত বছর ডিমা হাসাও জেলায় মোট ৮৫২ জন ডেঙ্গু রোগে আক্রন্ত হয়েছিলেন। অন্যান্য বছরের তুলনায় গত বছর ডেঙ্গু রোগে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনা একমাত্র পন্থা, জানান তিনি।

'নো হেলমেট নো সিট বেল্ট নো এন্টি ইন-টু ডিমা হাসাও', জেলা পুলিশের ফরমান

হাফলং (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : হেলমেট না পরলে এবং গাড়ির আরোহীদের সিট বেল্ট না বাঁধলে ডিমা হাসাও জেলায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুলিশ প্রশাসন। নিষেধাজ্ঞা জারি করেই ক্ষান্ত থাকেনি পুলিশ, জেলার সব প্রবেশদ্বারে মূল সড়কের পাশে 'নো হেলমেট নো সিট বেল্ট নো এন্টি ইন-টু ডিমা হাসাও' সংবলিত সাইনবোর্ড পুঁতে মোটর বাইক সহ বিভিন্ন যানবাহনের চালকদের সতর্ক করেছে পুলিশ। ডিমা হাসাও জেলায় সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ এই নির্দেশ জারি করেছে বলে জানা গেছে। ডিমা হাসাও জেলার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং স্টেট হাইওয়ে ও জেলার বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে ডিমা হাসাও পুলিশ। জেলায় ক্রমাগত পথ দুর্ঘটনার মতো ঘটনা বেড়েই চলছে। দুর্ঘটনা রোধে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় নাকা পয়েন্ট বসিয়ে দ্বিচক্র যান, চার চাকার যানবাহনে সিট বেল্ট না বেঁধে গাড়ি চালালে জরিমানা আদায় করলেও অনেকেই আইন অমান্য করে গাড়ি চালাচ্ছেন।এমন-কি পথ সুরক্ষা নিয়ে ডিমা হাসাও পুলিশ সচেতনতা অভিযান চালানোর পরও দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। চলতে ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এভাবে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকায় পুলিশ প্রশাসন উদ্বিগ্ন। তাই এবার হেলমেট ও সিট বেল্ট না বেঁধে ডিমা হাসাও জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

নাম না করে অধিকারীদের এক হাত নিলেন মমতা

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ মে (হি. স.) : নাম না করে হলদিয়ায় বৃহস্পতিবারের সভায় অধিকারী পরিবারকে এক হাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হলদিয়ার সভায় মমতা বললেন, "যখন তৃণমূল কংগ্রেস করি বাপও-ব্যাটাও ছিল না। এখানে ছিল অখিল গিরি। ওরা কংগ্রেসে ছিল। আমাদের হাত ধরে জেতার আগে ওরা অনেক বার হেরেছে। এখন বিজেপিতে গিয়েছে টাকা বাঁচানোর জন্য।"মমতা বললেন, "তমলুক কাঁথি দুটোই তৃণমূলের সিট, তৃণমূলকে দিন। গদ্দাররা দখল করেছে। ওদের দখলমুক্ত করুন। "মমতা বলেন, দিঘাতে কে সৈকত সরণী করেছে? বম্বের মতো মেরিন ড্রাইভ? তিনটে সেতু তৈরি করতে হয়েছে। এত সস্তার কাজ এগুলো নয়। শয়ে শয়ে কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তাই এখন দিঘায় এলে লোকে বলে কী ছিল আর কী হয়েছে। দিঘায় জগন্নাথের মন্দির থেকে শুরু করে দিঘা গেট থেকে শুরু করে, ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার, জাদুঘর, মাতঙ্গিনী হাজরার বাড়িতে গ্যালারি, পিছাবনী স্মৃতিসৌধ আরও অনেক কিছু করেছি।

করিমগঞ্জ শহরে যানজট সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ শহরে যানজট সমস্যা নিরসনে ২০২৩ সালের ৬ জুলাই পুর এলাকার যানবাহন ব্যবস্থাপনা সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থাগুলির যথাযথ রূপায়ণ করতে করিমগঞ্জ শহরাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত নির্দেশ দিয়েছেন।

ওই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যবস্থাগুলি হচ্ছে শহর এলাকার সব ধরনের বাণিজ্যিক যানবাহনের টার্মিনাস হচ্ছে কানিশাইল, যেখানে বাণিজ্যিক যানবাহন গুলি পার্ক করা থাকবে এবং সেখান থেকে যাত্রীদের যানবাহনে তোলা হবে। এতে হালকা বাণিজ্যিক যান একটি সুমো, একটি ক্রুইজার, একটি টাটা ম্যাজিক এবং একটি এপিই যান শুধু একবারের জন্য নবগ্রহ মন্দির এবং প্রিয় বিবাহ ভবনের সম্মুখের অস্থায়ী পার্কিংয়ে যাত্রী উঠানামা করবেন।

এদিকে বাণিজ্যিক হালকা যানবাহনকে নবগ্রহ মন্দির ও প্রিয় বিবাহ ভবনের সম্মুখে অস্থায়ী পার্কিংয়ে যাত্রী নামানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে যাত্রী নামানোর পর তৎক্ষণাৎ ওই যান গুলিকে পার্কিং স্থান ত্যাগ করতে হবে। এতে শহরের মেইন রোডে কোন ধরনের বাণিজ্যিক যানে যাত্রী উঠা-নামা করাতে পারবে না। এই নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ, ট্রাফিক ব্রাঞ্চ ও জেলা পরিবহন বিভাগের এনফোর্সমেন্ট টিম থেকে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

সভায় মমতাকে নিয়ে অভিজিতের মন্তব্যে তীব্র প্রতিবাদ তৃণমূলের

কলকাতা, ১৬ মে (হি স) : "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুমি কত টাকায় বিক্রি হও?" এই ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের আক্রমণ নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল।বুধবার হলদিয়ার চৈতন্যপুরে একটি সভা ছিল তাঁর। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে অভিজিৎবাবু ওই মন্তব্য করেছেন। রাজ্যের শাসকদল তার কড়া নিন্দা করেছে। হলদিয়ার ওই সভার একটি ভিডিও বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছে তৃণমূল।ওই ভিডিও অভিজিৎবাবুকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "তৃণমূল বলছে, রেখা পাত্রকে কেনা হয়েছিল ২০০০ টাকায়! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুমি কত টাকায় বিক্রি হও? তোমার হাতে কেউ ৮ লক্ষ টাকা গুঁজে দিলে চাকরি হয়, কেউ ১০ লক্ষ টাকা দিলে রেশন হাওয়া হয়ে যায়! কেন তোমার দাম ১০ লক্ষ টাকা? তুমি কেয়া শেঠকে দিয়ে মুখে মেকআপ করাও বলে? আর রেখা পাত্র গরিব মানুষ, লোকের বাড়িতে কাজ করে, আমাদের প্রার্থী। সে জন্য তাঁকে ২০০০ টাকায় কেনা যায়?"সেখানেই না থেমে প্রাক্তন বিচারপতি আরও বলেন, "এক জন মহিলা হয়ে এক মহিলা সম্পর্কে উনি এই মন্তব্য করেন কী করে? উনি আদৌ মহিলা কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে আমার!" বৃহস্পতিবার হলদিয়ায় বক্তৃতা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার অব্যবহিত পরেই তৃণমূল একটি পোস্ট করে। তাতে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে 'কুৎসিত এবং অশালীন' ভাষায় আক্রমন করা হয়েছে। অভিজিৎবাবুর মন্তব্যের সমালোচনা করে তৃণমূল লিখেছে, "উনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে এতটাই নীচে নেমেছেন যে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর দাম ঠিক করছেন! এ কথা বলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অসম্মানিত করার পাশাপাশি বাংলার মহিলাদেরও অসম্মান করেছেন।" অভিজিৎবাবুর ওই মন্তব্যের জন্য এক্স হ্যান্ডলে তাঁকে 'নারীবিরোধী' বলে মন্তব্য করে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছে তৃণমূল।

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি কল্পনা বালা সাহা, স্বামী- মৃত হারাধন সাহা, বয়স-৭১, পেশা-গৃহিনী, নিবাস-আসাম পাড়া, পোস্ট অফিস- - রাণীরবাজার, থানা- রাণীরবাজার, সাব-ডিভিশন- জিরানিয়া, ধর্ম-হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক। পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০৩৫। আমার কিছু নথিপত্র যেমন ভোটার আইডি, প্যান কার্ড, আধার কার্ডে কল্পনা সাহার স্থলে ভুলবশতঃ শ্রীমতি ভজনা সাহা লেখা হয়েছে। কিন্তু কল্পনা বালা সাহা এবং ভজনা সাহা একই ব্যক্তি। তাই এক নোটারি এফিডেভিটমূলে আমার নাম সংশোধন করেছি। এখন থেকে আমি কল্পনা বালা সাহা হিসেবেই পরিচিত। এটা আমার জ্ঞানত সত্য।

Sd/-
Kalpana Bala Saha

ক্রীড়াঙ্গন

ক্রিকেট : প্রাচ্যভারতীকে হারিয়ে মূল পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে নন্দননগর স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নন্দননগর স্কুলও চাইছে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মুল পর্বে খেলার ছাড় পত্র পেতে। বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যালয়কে ছাপিয়ে শীর্ষ স্থানে উঠে আসলো নন্দননগর স্কুল। 'বি' গ্রুপে। ২ ম্যাচ খেলে দুটিতেই জয়লাভ করে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্ত: স্কুল টি-২০ ক্রিকেটে। বামুটিয়ার তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বৃহস্পতিবার নন্দননগর স্কুল ১১০ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে প্রাচ্যভারতী স্কুলকে। আপাতত গ্রুপে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যালয়কে (২.২১৪) ছাপিয়ে নন্দননগর স্কুল (৫.৩০০) রানরেটে শীর্ষে রয়েছে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নন্দননগর স্কুল নির্ধারিত ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২১০ রান করে। প্রথম ম্যাচের মতো এদিনও ২২ গজে ব্যাট হাতে জ্বলে উঠে ইমন পাল। ওপেনিং জুটিতে সত্যজিৎ দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে ইমন ৯০ বল খেলে ১৪১ রান যোগ করে।

সত্যজিৎ ৪৬ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ এবং ইমন ৫২ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯০ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে দলনায়ক জয়দেব সাহা ১৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ এবং তুহিন দেবনাথ ৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করে। প্রাচ্য ভারতী স্কুলের পক্ষে মহ: ফারহাদ হোসেন ৩০ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে কেলতে নেমে বিশাল রানের নীচে চাপা পড়ে যায় প্রাচ্য ভারতী স্কুল। অতিরিক্ত ৩০ রানের সুবাদে দল গুটিয়ে যায় মাত্র ১০০ রানে। দলের পক্ষে মহ: ফারহাদ হোসেন ৩৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং অঙ্কুর দেবনাথ ৩৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ রান করে। নন্দননগর স্কুলের পক্ষে ইমন পাস ১০ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পায়।

রামঠাকুর পাঠশালাকে হারিয়ে মূল পর্বের দাবিদার আনন্দনগর স্কুলও

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূলপর্বে খেলার লক্ষ্যে আনন্দনগর স্কুলও অন্যতম দাবিদার। ভবনসত্রিপুরা ও আনন্দনগর এর ম্যাচে যে দল জয়ী হবে তারাই মূল পর্বে খেলার সুযোগ পাবে। মনীশ পাল ও প্রীতম দাসের দুর্দান্ত ব্যাটিং। এতে কুপোকাৎ হয়ে গেল রামঠাকুর পাঠশালা। টিসিএ পরিচালিত সদর আন্ত: স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ঘটলো এই ঘটনা। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে এদিন আনন্দনগর স্কুল মুখোমুখি হয় রামঠাকুর পাঠশালার। ম্যাচে আনন্দনগর স্কুল ৩৮ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো রামঠাকুর পাঠশালাকে।

টসে জয়লাভ করে আনন্দনগর স্কুল প্রথমে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১৬৩ রান। ব্যাটে দলের হয়ে মনীশ পাল ৫৭, প্রীতম দাস ৪৪, আকাশ পাল ২২ উল্লেখযোগ্য রান করে। অতিরিক্ত থেকে দল পায় ১৫ রানের ভরসা। বোলিংয়ে রামঠাকুর পাঠশালার হয়ে একা সায়ন দাস ২০ রানে ৪টি উইকেট নেয়। এছাড়া ১টি করে উইকেট নেয় দীপজয় দেবনাথ ও বিশাল দাসরা। জয়ের জন্য রামঠাকুর পাঠশালার সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৬৪ রানের। যাকে হাসিল করতে নেমে দল শুরুটা ভালো করলে ও শেষটা সঠিকভাবে করতে পারেনি। যার দরুন ১৯.৩ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ১২৫ রানে থেমে যায় রামঠাকুর স্কুলের স্কোর। ব্যাটে দলের হয়ে সুরজ সাহা ৪১, উদয় সাহা ১৯,দীপজয় দেবনাথ ১৩ রান করে। এছাড়া আর কেউই দু অংকের রান করতে পারেনি। অতিরিক্তের ৩০ রানের সুবাদে ১২৫ রান পর্যন্ত করতে সক্ষম হয় রামঠাকুর স্কুল। বিজয়ী দলের হয়ে বল হাতে রাজীব দাস ৫টি, সাহিল রায় ২টি এবং একটি করে উইকেট নেয় জনসন দেববর্মা, প্রীতম দাসরা। দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে রাজীব দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

নেতাজিকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের পথ প্রশস্ত করলো হেনরি ডিরোজিও

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এর লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোলো হেনরি ডিরোজিও স্কুল।

সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে নিজেদের জয়ের ধারা বহাল রাখলো হেনরি ডিরোজিও স্কুল। বৃহস্পতিবার নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে হেনরি ডিরোজিও স্কুল ৬ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনকে।

টসে জয়লাভ করে এদিন হেনরি ডিরোজিও স্কুল ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে নেতাজি দল ১৫.৩ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১১১ রান। নেতাজির হয়ে ব্যাটে দীপ দে ১১,রুদ্র সেনগুপ্ত ২৫,জিত দত্ত ১০, দীপ জয় গুরু বিশ্বাস ১১, অঙ্কুর শীল ২৮ রান করে।

অতিরিক্ত থেকে দল পায় ৯ রানের ভরসা। বলে হ্যানরি ডিরোজিওর পক্ষে শাহীন জামান চৌধুরী ৩টি, সোমরাংসু পাল ২টি এবং ১টি করে উইকেট নেয় উজ্জয়ন বর্মণ, গৌরব দেবনাথ ,রাহুল বর্মণ ও পৃথিবীরাজ ভৌমিকরা।

পাল্টা খেলতে নেমে হ্যানরি ডিরোজিও দল ১৬.১ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের হয়ে রাজদীপ দেবনাথ ১৯, সোমরাংসু পাল ১৩, রাহুল বর্মন ২৬, পৃথিবীরাজ ভৌমিক ১১ রান করে।

শেষে উজ্জয়ন বর্মণ ১৮ ও অনিক দাস ১৩ রানে অক্ষত থেকে দলকে এই জয় এনে দিতে সক্ষম হলেন। জয়ের এই রানে শ্রীমান অতিরিক্তের পুঁজি ১৩ রান। বলে নেতাজির হয়ে জিত দত্ত দুটি এবং একটি করে উইকেট নেয় রুদ্র সেনগুপ্ত ও দীপ জয় গুরু বিস্বাসরা। আর কোনো বোলারই সফলতা অর্জন করতে পারেনি। সুবাদে পরাজয় হজম করেই ফের মাঠ ছাড়তে হলো নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনকে।

শিশু বিহারকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের লক্ষ্যে এগিয়ে প্রগতি

প্রগতি বিদ্যাভবন-১৮৮/৮ **শিশু বিহার স্কুল-১৪০/৫**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ জয়। তাও শিশু বিহার স্কুল কে হারিয়ে। আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে জয় দিয়ে আসর শুরু করলো শক্তিশালী প্রগতি বিদ্যাভবন। বৃহস্পতিবার দুপুরে তালতলা মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রগতি ৪৮ রানে পরাজিত করে শিশু বিহার স্কুলকে। হারলেও প্রগতিকে জোড় লড়াই ছুড়ে দিয়েছিলো খোকন দে-র ছেলেরা। আর এদিনের পরাজয়ে শিশু বিহার স্কুল পিছিয়ে পড়লো। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্ত: স্কুল টি-২০ ক্রিকেটে। এদিন দুপুরে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রগতি বিদ্যাভবন নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৮৮ রান করে। দলের পক্ষে সুরজ সোম ৩২ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২,বিক্রম দেবনাথ ২৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০,সম্রাট দাস ২৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং অঙ্কিত দাস ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করে। শিশু বিহার স্কুলের পক্ষে রূপন খান ৩৫ রানে ৩ টি এবং বিশ্বয় পাল ৪৩ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে শিশু বিহার স্কুল নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৪০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে নীলাঞ্জন আচার্য ৩৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, শুভদীপ দাস ৪২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ , জয়জিৎ সাহা ১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। প্রগতির অমন মিঁয়া ১০ রানে এবং রতন মালাকার ২৩ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে।

পদক জয়ী ক্যারাটে খেলোয়ারদের সংবর্ধিত করা হবে আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ২০মে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত করা হবে পদক জয়ী ক্যারাটে খেলোয়াড়দের। মূলতঃ খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই ত্রিপুরা স্পোর্টস সংস্থার ওই উদ্যোগে। ২০ মে। ধলেশ্বর প্রান্তিক ক্লাবে। ওই দিন সকাল ১০ টায় প্রান্তিক ক্লাবে হবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকবেন ২৪ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সুখময় সাহা, রাজ্য স্পোর্টস ক্যারাটে সংস্থার সভাপতি দিব্যেন্দু দত্ত, সচিব কৃষ্ণ সূত্রধর, যুগ্ম সচিব যোগেন্দ্র মারাক প্রমুখ। প্রসঙ্গত: কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিলো আন্তর্জাতিক ক্যারাটে উৎসব। হাওড়ার দাশনগর আলামোহন দাস ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। তাতে ত্রিপুরা থেকে ৬ সদস্যের দল অংশ নিয়েছিলেন। আসরে ৬ টি স্বর্ণ সহ মোট ১২ টি পদক জয় করেছিলো ত্রিপুরা। রাজ্যদলের মনিষা দেববর্মা কুমিতে স্বর্ণ, কাতাতে রৌপ্য, সাইজাক দেববর্মা কুমিতে স্বর্ণ, কাতাতে রৌপ্য, চন্দ্র কান্ত দেববর্মা কুমিতে স্বর্ণ, কাতাতে রৌপ্য, বনিক দেববর্মা কুমিতে স্বর্ণ, কাতাতে ব্রোঞ্জ, গোবিন্দ দেববর্মা কুমিতে স্বর্ণ, কাতাতে রৌপ্য এবং আরমান দেববর্মা কুমিতে স্বর্ণ, কাতাতে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। পদক জয়ী ওই ৬ খেলোয়াড়কে সংবর্ধনা জানানো হবে ওই দিন, জানা খোদ সংস্থার সচিব।

বিজ্ঞপ্তি

Ref :- Santirbazar P.S. GDE No-11 Dated : 10/05/24

পাশের ছবিটি শ্রী ধনঞ্জয় ত্রিপুরা বয়স ৩৮ বৎসর, পিতা- মৃত পার্থ কুমার ত্রিপুরা, সাং- নবকুমার পাড়া, থানা - শান্তিরবাজার, দক্ষিন ত্রিপুরা। উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রং - ফর্সা গায়ে ফুল সার্ট এবং কালো জিন্স পেন্ট। গত ০৩-০৫-২০২৪ইং চেন্নাই কোয়েম্বাটোর (তামিলনাড়ু) জংশন হইতে নিখোঁজ। উক্ত ছেলেটিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ ছেলেটির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগ ঠিকানা

১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিন ত্রিপুরা, বিলোনীয়া

ফোন নং ০৩৮২৩ ২২২ ০৫২

৯৪৮৫১৪৭৮২৯ / ৭৬২৮০০৭০৭৯

২) শান্তিরবাজার থানা - ফোন নম্বর - ৯৪৩৬৭৭৩৬০৭

পুলিশ সুপার
দক্ষিন ত্রিপুরা

ICA-D-166/24

টিসিএ-র প্রায় ৪৪ কোটি টাকার অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট অনুমোদিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের স্পেশাল জেনারেল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। একমাত্র আলোচ্য সূচি হিসেবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট তথা ১লা এপ্রিল, ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন অর্থাৎ ইন্টারিম বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। উল্লেখ্য, নির্দিষ্ট এই সময়ের জন্য প্রায় ৪৪ কোটি টাকার এই অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট মূলতঃ স্পেশাল জেনারেল মিটিংয়ে উপস্থিত ২৪ জন সদস্যের সকলের সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সংশোধিত মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন এন্ড রুলস এন্ড রেগুলেশন অনুযায়ী ক্লজ নাম্বার ৯ (১) (এ) এবং (৩) অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউজে আহুত এই স্পেশাল জেনারেল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি তপন লোধ এর পৌরহিত্যে এই স্পেশাল জেনারেল মিটিং একমাত্র এজেন্ডা অনুযায়ী আলোচনান্তে উপস্থিত সদস্যরা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন বলে টিসিএ-র পক্ষ থেকে সম্পাদক সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রক্তের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষার্থে জনগণকে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে: রক্তের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষার্থে সবাইকে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। আজ আগরতলা পুর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ড আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরের একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, সরকার অনুমোদিত ১২টি ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং ২টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। আপামর জনগণ রক্তদানে এগিয়ে এসেছে। এই ধরণের রক্তদান শিবিরের জন্য সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের স্বল্পতা দূরীকরণে অনেকটাই সাহায্য হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, সবসময় রক্তের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আজ ১২৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এসেছে।যা রক্ত স্বল্পতা দূর করতে সাহায্য করবে।তাছাড়া, লোকসভা নির্বাচনের ডামাডোলে রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলিতে যাতে রক্ত স্বল্পতা দেখা না দেয় তার জন্য স্বেচ্ছা রক্তদানের আহবান জানালেন তিনি।এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগম ৩৯ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অলক রায়, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

লালগঞ্জ, জৌনপুর, ভাদোহি এবং প্রতাপগড়ে আয়োজিত জনসভায় থেকে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টিকে দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়ার জন্য তীব্র নিশানা মোদীর

লখনউ, ১৬ মে (হি. স.) : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের লালগঞ্জ, জৌনপুর, ভাদোহি এবং প্রতাপগড়ে আয়োজিত বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টিকে তাদের তোষণ এবং দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়ার জন্য তীব্র নিশানা করেন।

এদিন এই বিশাল জনসভায় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রী ভূপেন্দ্র চৌধুরী, উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী শ্রী সূর্য প্রতাপ শাহী এবং শ্রী দারা সিং চৌহান, উত্তর প্রদেশ সরকারের মন্ত্রী এবং সুহেলদেব পার্টির সভাপতি শ্রী ওম প্রকাশ রাজভার, নিশাদ পার্টির সভাপতি শ্রী সঞ্জয় নিষাদ, উত্তরপ্রদেশ বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শ্রী গোবিন্দ নারায়ণ শুক্লা, আজমগড়ের বিদায়ী সাংসদ ও প্রার্থী শ্রী দীনেশ লাল যাদব "নিরহুয়া", লালগঞ্জের প্রার্থী শ্রীমতি নীলম সোনকার, লালগঞ্জের বিদায়ী সাংসদ মি. সঙ্গীতা আজাদ, জৌনপুরের প্রার্থী শ্রী কৃপাশঙ্কর সিং, মাছলিশাহর প্রার্থী শ্রী বিপি সরোজ ও ভাদোহীর প্রার্থী শ্রী বিনোদ কুমার বিন্দসহ অন্যান্য নেতারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় শ্রী মোদীজি বলেন যে এখন ভারতের গণতন্ত্রের খবর সারা বিশ্বের সংবাদপত্রে ছাপা হয়। গোটা বিশ্ব দেখছে বিজেপি এবং এনডিএ জনগণের আশীর্বাদ পাচ্ছে। গোটা দেশ " আবকি বার চারশো পার" —এর স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠছে। ভারতের জনগণ মোদীর গ্যারান্টিকে কতটা বিশ্বাস করে তা দেখছে বিশ্বের জনগণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন মোদীর গ্যারান্টির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গতকালই সিএএ আইনে লোকেদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এরা সেই মানুষ যারা দীর্ঘদিন ধরে শরণার্থী হয়ে দেশে বসবাস করে আসছেন, তারাই সেই মানুষ যারা ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের শিকার হয়েছিল। শ্রী মোদীজি বলেছেন, মহাত্মা গান্ধী নিজেই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে দেশভাগের সময় অন্য দেশে থাকা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ এবং জৈনরা যে কোনও সময় ভারতে আসতে পারে। অহংকারী জোটের নেতারা গান্ধীজির নাম নিয়ে ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে উঠলেও তাঁর কথা মনে থাকে না। বিগত ৭০ বছরে, হাজার হাজার পরিবার নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছিল এবং তাদের মেয়েদের সম্মান বাঁচাতে ভারত মাতার কোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেস কখনই তাদের যত্ন নেয়নি কারণ তারা কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক নয়। উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই দলিত, উপজাতি এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষ, তাই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিতে নিমগ্ন কংগ্রেস ও ইন্ডি জোট তাদের ওপর অত্যাচার চালায়। অহংকারী জোট সিএএ-র নামে মিথ্যা ছড়িয়ে দিয়ে গোটা দেশকে দাঙ্গায় নিক্ষেপ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। এখনও ইন্ডি জোটের নেতারা বলছেন, মোদী চলে যাওয়ার সাথে সাথেই সিএএ বাতিল করা হবে, তবে দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে ইন্ডি জোট ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করে। মোদীই কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। কংগ্রেস সাত দশক ধরে দেশকে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু এখন ইন্ডি-বিদেশের যত শক্তিই একত্রিত হোক না কেন, কেউই সিএএ শেষ করতে পারবে না এবং এটাই মোদীর গ্যারান্টি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লি এবং পাঞ্জাব পর্যন্ত, হাজার হাজার শরণার্থী পরিবার অসহায়ের মতো জীবনযাপন করেছিল কিন্তু এখন তারা মর্যাদার সাথে বাঁচবে এবং স্বীকৃতি পাবে।

শ্রী মোদী বলেছেন, যে মোদী আরেকটি গ্যারান্টি এখন কাশ্মীরেও দৃশ্যমান। গত ৫-৬ দশকে, দেশের প্রতিটি নির্বাচনে কাশ্মীর একটি ইস্যু ছিল এবং বিরোধী দল কাশ্মীর ইস্যুকে পুঁজি করার চেষ্টা করেছিল। এখন বিরোধীদের মুখ সিল করা হয়েছে এবং এই নেতারা সেই অঞ্চলগুলিতে গিয়ে ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে নীরব সুরে কথা বলছেন। শ্রীনগরে চতুর্থ দফার ভোটে ৪০ বছর পর ভারতের গণতন্ত্র উদযাপিত হয়েছে এবং সেখানে ভোট দিয়ে মানুষ গর্ববোধ করছে। শ্রীনগরের মানুষের জীবনে এটি একটি বড় দিন ছিল এবং তাদের উতাহ স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছিল যে এখন ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনার কথা বলে কোনও দল ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে পারবে না। দেশের মায়েরা তাদের ছেলেদের কাশ্মীরে দেশসেবা করার জন্য সর্বদা চিন্তিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাঁতার শিখতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু দশম শ্রেণীর ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ১৬ মে: সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক নাবালকের। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার দুপুরে মহেশখলা বোতল পার্কে ঘটেছে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর নাবালকের নিথর দেহ খুঁজে পাওয়া যায়।দমকলকর্মীরা নাবালকের দেহকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার আন্দনগরের বাসিন্দা অনুকূল দাসের পুত্র বিশ্বজিৎ দাস (১৬) বন্ধুদের সাথে মহেশখলা বোতল পার্কে চার বন্ধুর সাথে সাঁতার শিখতে স্নান করতে গিয়েছিল। সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে তলিয়ে যায়। সাথে সাথে বন্ধুরা চিৎকার শুরু করে।তাঁদের চিৎকার শুনে প্রচুর লোকজন জমায়েত হয়েছেন এবং অনেকেই জলে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। তাঁরা কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি পরেই দীঘির জল থেকে বিশ্বজিৎ-র দেহ খুঁজে পাওয়া গেছে। দমকল কর্মীরা দেহটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক চয়নকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।

অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে রোগীর জীবন সংকটে বক্সনগর হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৬ মে: অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে বক্সনগর হাসপাতাল থেকে, শ্বাস কষ্টজনিত রোগীকে সঠিক সময়ে রেফার করতে পারেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আজ সকাল এগারটা ত্রিশ মিনিটে, বক্সনগর দক্ষিণপাড়ার মোতালেব মিয়া নামে এক বৃদ্ধ শ্বাসকষ্ট জনিত রোগী হাসপাতালে আসেন আরোগ্য লাভের আশায়। উনার ছেলে সন্তান এবং আত্মীয় পরিজনরা খুব দ্রুত চিকিৎসার জন্য বক্সনগর হাসপাতালে নিয়ে আসেন।হাসপাতালের চিকিৎসক পরিষেবা শুরু করেন। উনি রোগীর হাল অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করেন রোগীকে। কিন্তু রোগীকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অ্যাম্বুলেন্স দিতে ব্যর্থ হয়। কেনা বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি মাত্র এম্বুলেন্স রয়েছে।বক্সনগর হাসপাতালের অধীনে ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতর জনগণ চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আসেন। প্রচন্ড চাপ হাসপাতলে রোগীর ভিড়ের, তুলনা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারছেনা কর্তৃপক্ষ। কারণ হিসেবে জানা যায় রোগীদের পরিষেবার যন্ত্র কিট অভাব রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় অক্সিজেন সিলিন্ডার কম, রয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডারের ফ্লু মিটারের অভাব। তাছাড়া রয়েছে ডাক্তার বাবু এবং স্টাফ নার্সের অভাব। একটা অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে হাসপাতালের রোগী জিবি, আইজিএম হাপানিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব। প্রায় ৪০ মিনিট অ্যাম্বুলেন্স - এর জন্য অপেক্ষা করে রোগীর আত্মীয় পরিজন এবং সন্তানরা প্রাইভেট গাড়ি দিয়েই মোতালেব মিয়াকে হাপানিয়া হাসপাতলে নিয়ে আসেন। অ্যাম্বুলেন্স এর অভাবে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বড়সর দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ মে: বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন যান চালক। আজ শান্তির বাজার মহকুমার বাইখোড়া এস এস বি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মালবাহী ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন চালক।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার শান্তির বাজার মহকুমার বাইখোড়া এস এস বি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে টি আর ০১ এ এন ১৮০০ নাম্বারের মালবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পরে। এতে করে গাড়িতে থাকা এক ব্যক্তি অল্প বিস্তর আহত হয়েছে। ট্রাকটি সাব্রুমের উদ্দ্যশ্যে যাবার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছে বাইখোড়া থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ীটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে বাইখোড়া থানার পুলিশ।

স্বর্ণালংকার সহ এক মহিলার সর্বস্ব নিয়ে গেল চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে: এবারে এক মহিলার সর্বস্ব নিয়ে গেলো চোরের দল। ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েন যাত্রাপুর থানার উত্তর মহেশপুরের বাসিন্দা শেফালী বনিক। উত্তর মহেশপুর এলাকার শেফালী বনিকের স্বর্ণালংকার সহ নগদে ৬৪০০ টাকা চুরি হয়ে যায়। অসহায় বয়স্ক মহিলার স্বর্ণালংকার সহ সর্বসাকুল্য লক্ষাধিক টাকার উপর হয়ে যাওয়ায় হাউমাউ করে এখনো কান্নাকাটি করছেন ওই মহিলা। যদিও পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন, সুষ্ঠু তদন্ত দাবি জানিয়ে প্রকৃত দোষীকে চিহ্নিত করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

তার কারণ, প্রয়াত শ্রীরাম বণিকের স্ত্রী শেফালী বণিকের (৫৪) ছেলে সন্তানও নেই, একাই সংসার চালাচ্ছেন তিনি। পেশায় ছোট্ট একটি চা - দোকান রয়েছে মাত্র। তাও বেচা- বিক্রি এমন কিছু নেই। সকাল বিকাল হয়তো সর্বসাকুল্য তিন থেকে চারশ টাকা বিক্রি হয়। দোকানটি, বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার উত্তরে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নীচে সোনামুড়া টু বিলোনিয়া বাইপাস সড়কের পাশে।

এই মহিলা অন্যান্য দিনের মতো বিকেল বেলায় দোকানে যায় ঘরের দরজা জানালা তালা দিয়ে বন্ধ করে। দোকান থেকে রাত আটটার দিকে বাড়িতে আসে ওই মহিলা। ঘরের দরজা খুলে ঘরের আলমারি খুলে তখনো তিনি দেখতে দেখতে পান সবই ঠিকঠাক রয়েছে। তালা না দিয়ে পুকুরে যায় মহিলা। মিনিট দশেক পর আবার পুকুর থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদ্বাস্তু ৮৩ বাঙালি পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন আমরা বাঙালী দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে: পানিসাগর মহকুমাধীন পেকুছড়া বনদপ্তরের অধীন জায়গায় বসবাসরত উদ্বাস্তু ৮৩ পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন আমরা বাঙালির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার এই ৮৩ পরিবারের সঙ্গে আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল এলাকা পরিদর্শন করেন।

গত শনিবার থেকে এখানে আসা শুরু হয়েছে কাঞ্চনপুর মহকুমার লালজুরী, জয়শ্রী, বড় হলদি, সুভাস নগর, দশদা এলাকা থেকে মোট ৮৩টি পরিবার এখন পর্যন্ত পেকুছড়াতে বনদপ্তরের অধীন জায়গায় অবস্থান করছে। জয়শ্রী, লালজুরী, বড় হলদি ,সুভাষনগর, দশদা প্রভৃতি এলাকায় বন দপ্তরের জায়গার উপর এদের অবস্থান ছিল। তারা নাকি শুনতে পেরেছেন পেকু ছড়াতে তাদেরকে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতি পরিবারকে নির্দিষ্ট জায়গা দখলদারি হিসাবে পাট্টা দেওয়া হবে। তাই বিভিন্ন জায়গা ছেড়ে বন জঙ্গলে যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, খাদ্যের প্রকৃত অবস্থান নেই সেখানে তারা এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই বনদপ্তরের উচ্চ আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শনে এসেছেন কিন্তু এই ৮৩ পরিবারকে কোন ধরনের প্রশ্ন বা পানীয় জল ও খাদ্যের অবস্থানের খোঁজখবর নেননি। খোলা আকাশের নিচে নিজেরাই কাপড়চোপড় দিয়ে বানিয়ে দিনরাত অবতীর্ণ করছেন বলে জানিয়েছেন ওই উদ্বাস্তু পরিবারগুলি। পানীয় জল আনার জন্য নদীতে চার থেকে পাঁচ বার যেতে হয় তাদের। এদিন আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে তাদের পানীয় জল এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার দাবি জানিয়েছেন আমরা বাঙালি দলের নেতৃত্বরা।

জঙ্গল দখলের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছে উদ্বাস্তু বাঙালী পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে: জঙ্গল দখল করে নিজ বসতঘর নির্মাণের দাবিতে পেকুছড়ায় অবস্থানরত উদ্বাস্তু বাঙালী পরিবারেরা খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে দিন গুনছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

তাদের দাবি, ৭৪ পরিবার বসবাস করছেন ওই জঙ্গলে। তাদের কারো বাড়িঘর নেই। মিজোরাম থেকে আগত ব্রু শরণার্থীরা তাদের থাকতে দিচ্ছেন না। বিভিন্নভাবে তাদের সঙ্গে ঝামেলা করছে। তাই তারা জঙ্গল দখল করেছেন। বনদপ্তরের জায়গা দখল করে তারা বসতঘর নির্মাণ করবেন। এমনই দাবি তাদের। যদিও ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক আধিকারিকরা দফায় দফায় তাদের সঙ্গে কথা বললেও কোনো সুরাহা হয়নি। তারা আধিকারিকদের কথা মানতে নারাজ।

জিটি শনিবার সন্ধ্যারাত থেকে তারা ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল দখল করে অস্থায়ী ঘর বানিয়ে বসবাস করছে। বর্তমানে তাদের পানীয় জল ও খাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে। তাই তাদের এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন উদ্বাস্তু পরিবারগুলি।

ট্রেনে নিগৃহীত যুবতী সরব ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে: সম্প্রতি চলন্ত ট্রেনে টিটির হাতে এক যুবতীর নিগৃহীত হওয়ার ঘটনায় অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ। আজ দুই বাম যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে আগরতলা রেল স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে।সংগঠনের জনৈক নেতা জানিয়েছেন, রাজ্যের রেল পরিষেবার গুণমান এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। গত দু'দিন আগে ট্রেনে টিকিট পরীক্ষক (টিটি) দ্বারা এক মহিলা যাত্রীকে হয়রানি করা হয়েছিল। এমনকি, টিটি মহিলা যাত্রীর গায়ে হাত তুলেছিলেন। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ।। সংগঠনের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত টিটিকে যথাযথ শাস্তি দিতে হবে, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, সহ একাধিক দাবি জানিয়েছে।

ট্রেনে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু

হাইলাকান্দি (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : হাইলাকান্দির ভিচিংছা এলাকায় রেল লাইনের পাশে রক্তাক্ত যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মৃত যুবককে কংগ্রেস কর্মী হাইলাকান্দির বাসিন্দা জাইদুল ইসলাম চৌধুরী বলে শনাক্ত করা হয়েছে।আজ বৃহস্পতিবার সকালে রেল লাইনের পাশে জাইদুল ইসলাম চৌধুরীর রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন হাইলাকান্দি সদর থানায়। সদর থানা থেকে খবর দেওয়া হয় রেল পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ, জাইদুল ইসলাম চৌধুরীর মূল বাড়ি হাইলাকান্দি। গতকাল বুধবার তিনি ভিচিংছা পার্ট ওয়ানে অবস্থিত বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। রাতে খাবার খাওয়ার পর বাড়িতে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় জাইদুল ঘর থেকে বেরিয়ে রেল লাইনের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়ার সন্ধানে যান।

নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে: গোপন খবরের ভিত্তিতে ফের নেশা সামগ্রী উদ্ধার করে হয়ে পুলিশ। অভিযানে নেশা কারবারি সহ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ।গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ নব শান্তিগঞ্জ এলাকায় বুধবার গভীর রাতে মিঠুন মিয়া পিতা আবু কাসেমের বাড়িতে অভিযান চালায়। দীর্ঘক্ষণ অভিযান চালিয়ে টাকারজলা থানার পুলিশ সহ টিএসআর জোওয়ানরা ২৯০টি ব্রাউন সুগারের কন্টেনার নগদ ২২০০০ টাকা উদ্ধার করে, পাশাপাশি নেশা কারবারি মিঠুন মিয়াকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসেন। টাকারজলা থানায় গ্রেফতার নেশা কারবারি মিঠুন মিয়ার বিরুদ্ধে পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গ্রেফতার নেশা কারবারি মিঠুন মিয়াকে টাকারজলা থানা এলাকা থেকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করা হয়।জানা যায় দীর্ঘদিন যাবত নেশা কারবারি মিঠুন মিয়া সমতল থেকে শুরু করে পাহাড়ে জনজাতি ও বাঙালি যুবকদের কাছে ব্রাউন সুগারের কন্টেইনার বিক্রি করে মোটা টাকা ইনকাম করে কলাগাছের মতো ফুলে উঠছেন। তাকে এলাকাবাসীরা কয়েকবার ব্রাউন সুগারের বিক্রি করতে বারণ করেছেন কিন্তু কারুর কথায় সে কখনো কর্ণপাত করেন না। তবে এই যাত্রায় নেশা কারবারি মিঠুন মিয়া পুলিশের জালে ধরা পড়ায় এলাকা জুড়ে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে।

বজ্রাঘাতে মালদায় মৃত ১১, তাঁদের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ

মালদা, ১৬ মে (হি. স.) : বৃহস্পতিবার মালদার বিভিন্ন জায়গায় বজ্রাঘাতে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু ও আরও দুজনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। সবার নাম-পরিচয় সন্ধ্যা পর্যন্ত জানা যায়নি। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। এ দিন দুপুরে আচমকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরু হয় মালদায়। সেই সময় পুরাতন মালদার সাহাপুরে বজ্রাঘাতে একইসঙ্গে ৩ জনের মৃত্যু ঘটে। গাজোলের আদিনাতে আমবাগানে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় একজনের। হরিশ্চন্দ্রপুরে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় এক নব দম্পতির। রতুয়ায় মারা যান এক মহিলা। আহত হয় তাঁর ছেলে। আহত হয়েছেন ইংরেজবাজারের এক মহিলা ও সাহাপুরের অষ্টম শ্রেনীর এক ছাত্র।সাহাপুরে আম বাগানে আম কুড়ানো ও পাহারার কাজ করার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় ৩ জনের। মৃতদের নাম চন্দন সাহানি (৪০), রাজ মৃধা (১৬) ও মনোজিৎ মণ্ডল (২১)। মৃতদের মধ্যে তিন নাবালক, দুই যুবক ও এক প্রৌঢ়া রয়েছেন। মৃতদের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া।

গাজোলের আদিনাতে আমবাগানে বজ্রপাতে মৃত্যু হয় একাদশ শ্রেণির ছাত্র অসিত সাহার (১৯)। সেক্ষেত্রেও ঝড়ের সময় আমবাগানে আম কুড়াতে গিয়েই ঘটে এই বিপত্তি।ইংরেজবাজারে পঙ্কজ মণ্ডল (২৩) নামে এক যুবক ও মানিকচকে ২ নাবালক ও ১ বৃদ্ধ মারা গিয়েছেন। এই ৩ মৃতর নাম শেখ সাবরুল (১১), রানা শেখ (১১) এবং অতুল মণ্ডল (৬৫)। স্থানীয় সূত্রে খবর, সাবারুল চৌকি মিরদাদপুর অঞ্চলের নিহালুটোলার আমবাগানে আম কুড়োতে গিয়েছিল। রানা মহম্মদটোলার বাসিন্দা। অতুল হাড্ডাটোলার বাসিন্দা।এদিকে হরিশ্চন্দ্রপুরে পাটের জমিতে কাজ করতে গিয়ে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় এক নব দম্পতির। নাম নয়ন রায় (২৩) ও প্রিয়ঙ্কা (সিংহ) রায় (২০)। ঘটনাটি ঘটে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লকের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুস্তুরিয়া এলাকায়। বাড়ি কুশীদা গ্রাম পঞ্চায়েতের দৌওলা গ্রাম।

সূত্রের খবর, মাঠে ধান কাটার সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হয় রতুয়ার উত্তর বালুপুর এলাকার এক মহিলারও। আহত হয় তাঁর ছেলেও। মৃতার নাম সুমিত্রা মণ্ডল (৪৫)। ছেলে জীবন মণ্ডলকে রতুয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিন বালুপুর চমুক মাঠে নিজেদের জমিতে ধান কাটছিলেন সুমিত্রা। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছেলে জীবন ও দুই শ্রমিক। সেই সময়ই আচমকা বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুমিত্রার। আহত হয় তাঁর ছেলেও। যদিও ভাগ্যের জোরে কিছুটা দূরে থাকা দুই শ্রমিক অবশ্য অক্ষত থাকেন।এদিকে বজ্রপাতের জেরে এক গৃহবধূ সহ আরও ২ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বুধিয়ার বাসিন্দা ফাতেমা বিবি। অপর জন পুরাতন মালদার সাহাপুরের বাসিন্দা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র দুল্লু মন্ডল। আহতদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সকাল থেকে প্রচন্ড গরমের পর দুপুরে হঠাৎই আকাশ কালো করে ঝড় বৃষ্টি নামে। তখনই ঘটে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা।

ডেপুটেশন দেওয়ার সময় পান্ডবেশ্বরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলা, আহত ১৬

দুর্গাপুর, ১৬ মে (হি. স.) : বঞ্চনার অভিযোগ ও একগুচ্ছ দাবীতে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে সশস্ত্র হামলার শিকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। লাঠি রড নিয়ে চলে এলোপাথাড়ি মারধর, মহিলাদের শ্লিলতাহানিও করা হয়। ঘটনাকে ঘিরে তুলকলাম পান্ডবেশ্বরের সিডিপিও চত্ত্বর। আক্রান্ত পুলিশকর্মী। ঘটনায় আহত হয়েছে ১৬ জন। অভিযোগের আঙ্গুল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রসঙ্গত, বছর তিনেক আগে ভারত সরকার শিশু অপুষ্টি মোকাবিলায় 'পোষণ অভিযান' চালু করে। যা জাতীয় পুষ্টি মিশন নামেও পরিচিত। স্মার্টফোনে পোষন অ্যাপে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সুপারভাইজার, সিডিপিও ও ডিপিও সকলের নম্বর রেজিষ্টার থাকবে। তাতে দৈনিক শিশু ও প্রসূতি মায়েদের উপস্থিতি, খাবার কি দেওয়া হল সব আপলোড করতে হবে। মাসে একবার শিশুদের শারীরিক বিকাশের তথ্য, সেন্টারের পরিকাঠামো তথ্য আপলোড করতে হবে। অতীতে যা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হত। অর্থাৎ, অঙ্গনওয়াড়িগুলিকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আওতায় নিয়ে আসা হয়।

"পোষণ অভিযান"-এর কাজ বাস্তবায়নে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন, ডাটা রিচার্জের টাকা এবং ইনসেনটিভ দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। জানা গেছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার ৬০ শতাংশ টাকা দেবে ও রাজ্যগুলি ৪০ শতাংশ টাকা দেবে। সেই মতো সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কাজ শুরু হয়। অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারত বর্ষের ৩৬ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ৩৫ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ইতিমধ্যে স্মার্টফোন দেওয়া হয়ে গেছে। এমনকি স্মার্টফোন কেনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার বরাদ্দকৃত অর্থও পেয়েছে। অথচ, পশ্চিমবঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন দেওয়া বিশবাঁও জলে। শুধু তাই নয়, স্মার্টফোন না দিয়ে পোষন অ্যাপে জোরপূর্বক কাজ করাতে বাধ্য করানো হচ্ছে অঙ্গনওয়াড়িকর্মীদের।

অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন সরবরাহ না করে, তাদের জোরপূর্বক এবং ভয় দেখিয়ে তাদের এই পোষণ অভিযান-এর কাজ করতে বাধ্য করাচ্ছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে, জ্বালানি, সব্জি ও সাম্মানিক ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হবে, দূরে বদলি করা হবে। সাসপেন্ড করা হবে, এমনকি চাকরি চলে যাবে। চাকরি খোয়ানোর আতঙ্কে অনেক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ভয়ে সোনার গয়না বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার করে এবং ইএমআই-তে স্মার্টফোন কিনতে বাধ্য হচ্ছে। তার প্রতিবাদে গত ২০২৩ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে পূর্ব বর্ধমানের গলসী-১ নং ব্লকে ৮৬ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী স্মার্টফোনের দাবীতে ডিজিটাল স্ট্রাইক করে। আর তার মাশুল, ওইসব কর্মীদের দু-বার শো-কজ করা হয়। এমনকি দু-জনকে বদলির নির্দেশিকা দেওয়া হয়। আরও অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অনিয়মিত মাস মাইনে দেওয়া হয়। ২-৩ মার পর একমাসের মাইনে, এমনকি রান্নার সামগ্রীর বিল ২-৩ মাস পর একমাসের বিল দেওয়া হয়। আর তাতেই সেন্টার চালাতে বিপাকে পড়ে অঙ্গনওয়াড়িকর্মীরা। বৃহস্পতিবার পান্ডবেশ্বরে সিডিপিওর কাছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচী ছিল। সেই মতো দুপুর নাগাদ তারা জমায়েত হয় সিডিপিও চত্ত্বরে। অভিযোগ, ওইসময় আচমকা ২৫-৩০ জনের একটি দল অতর্কিতে হামলা চালায় আন্দোলনকারীদের ওপর।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।